

আবু. গোস্বামি এ. ইউদেবজো

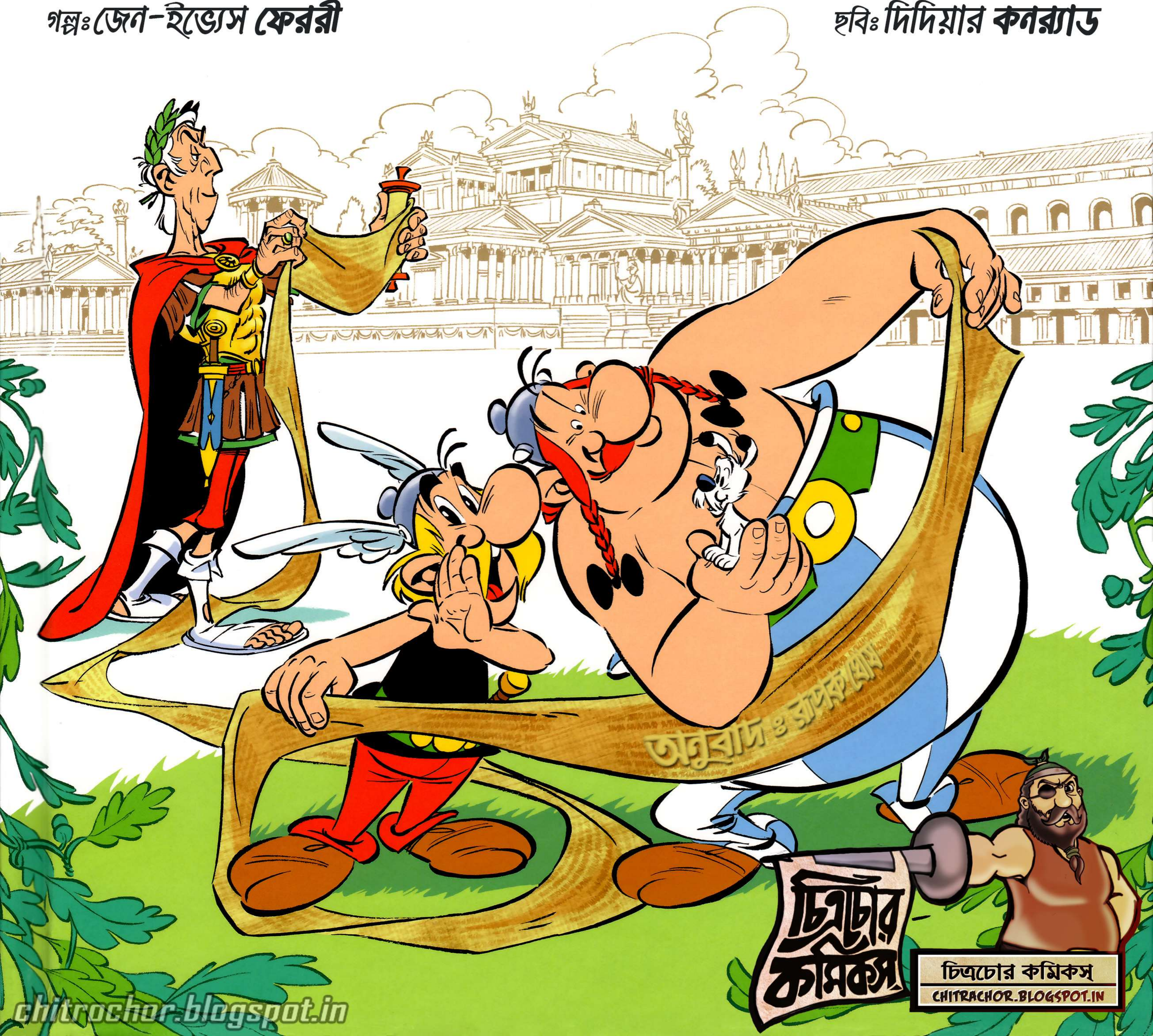
নতুন অভিযানে **ম্যাকটোর**

**ম্যাকটোর** ও

# হারানো পাড়লিপি

গল্প: জেন-ইভোস ফেররী

ছবি: দিদিয়ার কনর্যাড





গোসিনি ও ইয়ুদেরজোর

নিবেদন

অ্যাসটেরিফের নতুন অভিযান

# অ্যাসটেরিফ ও হারানো পাড়ালিপি

গল্পঃ জেন-ইভ্যাস ফেররী

ছবিঃ দিদিয়ার কনর্যাড



বাংলায় অনুবাদঃ রূপক ঘোষ

রঙে রাঙিয়েছেনঃ থিয়েরি মেবারকি





আসল সংস্করণ © ২০১৫ আলবার্ট রেনে  
ইংরাজি সংস্করণ © ২০১৫ আলবার্ট রেনে  
আসল নামঃ লা প্যাপিরাস দে সিজার

ইংরাজি অনুবাদ : অ্যাঙ্কেলা বেল  
বাংলা অনুবাদ : রূপক ঘোষ  
বর্ণ বিন্যাস : রূপক ঘোষ  
প্রচ্ছদপত্র রূপান্তর : রূপক ঘোষ

সর্ব শর্ত সংরক্ষিত

এই অ্যালবামটির সমস্ত স্বত্ব ১৯৮৮ এর ডিজাইন ও প্যারেন্ট অ্যাক্ট এর ধারায়  
গল্পরচনায় জেন-ইভ্যেস ফের্রী লেখক হিসাবে ও দিদিয়ার কত্র্যাড চিত্রশিল্পী হিসাবে  
চিহ্নিত হইল।

\*\* বর্তমান ডিজিটাল সংস্করণটি **একমাত্র চিত্রচোর ব্লগের ব্লগারের সৌজন্যে অনূদিত ও পরিবেশিত**। এটি অনুবাদের একমাত্র উদ্দেশ্য  
বাংলা ভাষাভাষী মানুষের আসল ইংরাজি সংস্করণটি কেনার প্রতি আগ্রহ আরও বৃদ্ধি করা ও উদ্বুদ্ধ করা। এই সংস্করণের কোনও অংশ  
কোনও ভাবে **চিত্ররূপ বা প্রিন্ট করা** আইনত **দণ্ডনীয় অপরাধ**। **পরিবেশকের অনুমতি ছাড়া** এটা অন্য কোনও **সাইটে বা ব্লগে ছাড়া** অনুচিত।

বাংলা অনুবাদ ও প্রচ্ছদপত্র রূপান্তরের © ২০১৬ চিত্রচোর.ব্লগস্পট.ইন

*chitrochor.blogspot.in*



# অনুবাদকের কথা

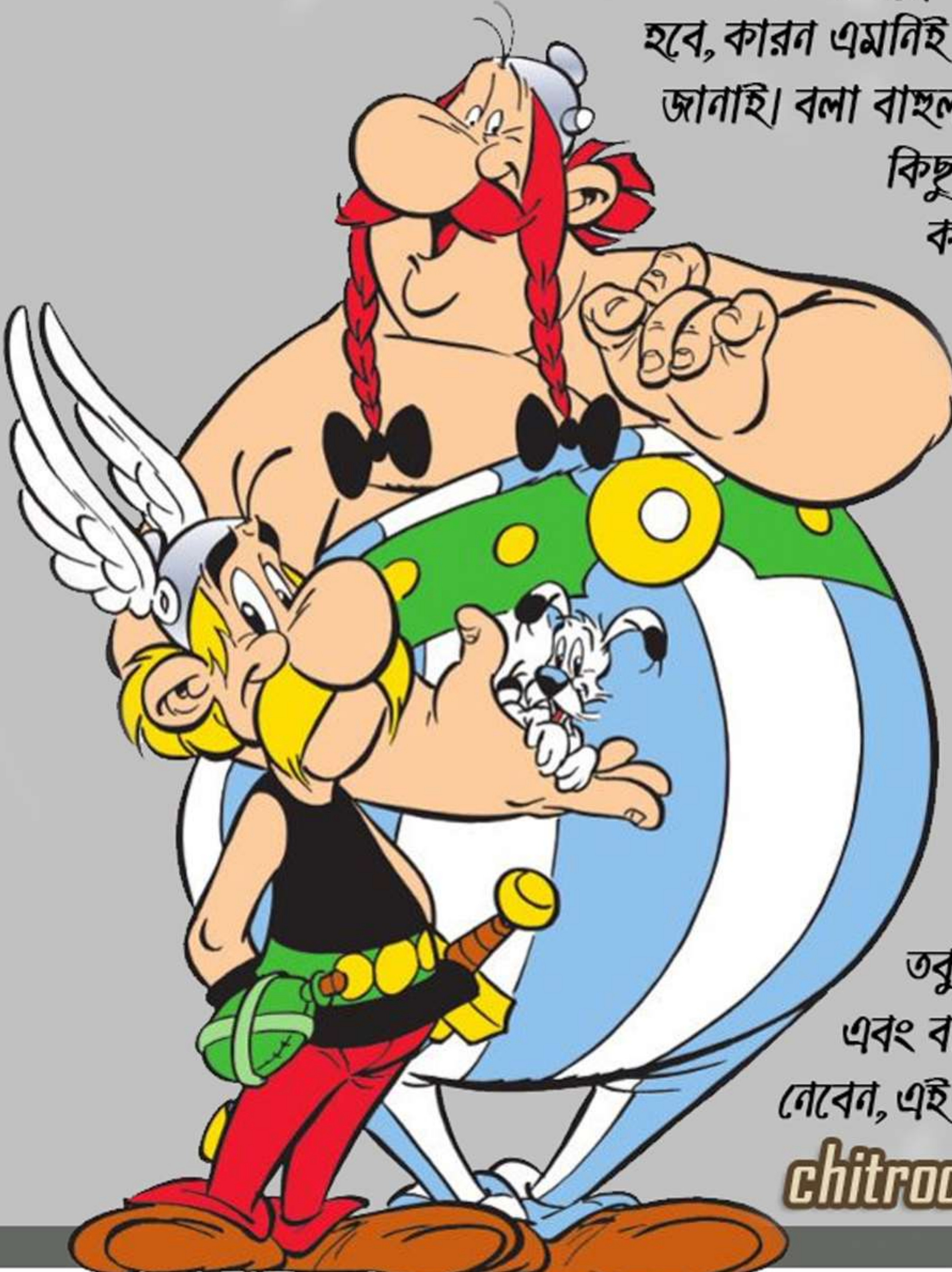


অনুবাদকের জন্য সাহস করে একটা পেজ বেশি রেখে দেওয়া হয়েছে, যাতে এই কমিক অ্যালবামটি অনুবাদ করার সময়ের অভিজ্ঞতা আপনাদের সাথে ভাগ করে নেওয়া যায়...

এটি একটি কমেডি / অ্যাডভেঞ্চার কমিক অ্যালবাম সব বয়সের পাঠকদের পড়ার জন্য উপযুক্ত। তাই নির্দিষ্টায় ৮ থেকে ৮০ সকলেই এই কমিক অ্যালবামটির মজা নিতে পারেন।

অনুবাদ করার সময় সম্পূর্ণ ইংরাজি থেকে বাংলায় করলে অদ্ভুত শোনায়, তাই চেষ্টা করেছি সংলাপ গুলো বাংলায় যথাযথ করার ও কিছু ক্ষেত্রে শব্দগুলো ইংরাজিতেই রাখা হয়েছে। অ্যাসটেরিক্সের অনুবাদের একটি মজাদার দিক হল পার্শ্ব চরিত্রগুলোর নামকরণে। তাই পার্শ্ব চরিত্রদের আসল নামগুলি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাদের মূল নামের অর্থের বাংলা করলে যা দাঁড়ায় সেটাই মানানসই হিসেবে একটু পরিবর্তন করা হয়েছে পরিবর্তন করা হয়েছে, বিশেষকরে রোমানদের ক্ষেত্রে। অ্যালবামটির ইংরাজি সংস্করণের নাম “অ্যাসটেরিক্স এন্ড দ্য মিসিং স্ক্যাল” সেটিকে বাংলা সংস্করণে নামকরণে করা হয়েছে “অ্যাসটেরিক্স ও হারানো পান্ডুলিপি”। প্রথমে আমি অ্যাসটেরিক্স ও হারানো পুঁথি নামটি পছন্দ করেছিলাম, তারপরে শেষপর্যন্ত সেটি বদলে বর্তমান নামেই নামকরণ চূড়ান্ত করি। প্রচ্ছদপত্রটির মূল ভাষা থেকে বাংলায় করতে, লেখাগুলি পরীক্ষার করতে কমবেশি ৪-৫ ঘন্টা লেগেছে, কারন প্রয়োজন মতো ড্রয়িং করে লেখার গ্যাপটি পূরণ করা হয়েছে। হারানো পান্ডুলিপি নামটির ক্যালিগ্রাফির ক্ষেত্রে মূল ইংরাজি প্রচ্ছদের স্টাইলে ফন্টটি রাখার চেষ্টা করেছি। আসল নামটির অনেকটা কাছাকাছি আসতে পেরেছি বলেই মনে হয়।

৪৯ পাতার একটি কমিক অ্যালবাম সম্পূর্ণ বাংলায় অনুবাদ করা যে কতোটা কষ্টকর সে যারা করেছেন তারাই ভালো বুঝবেন। এতে যে কতোটা পরিমাণ ধৈর্য ও আন্তরিকতার প্রয়োজন সেটা নিজে না করলে অনুভব করাটা কঠিন। এই গ্রাফিক নভেলটি সম্পূর্ণ করতে আমার ৪-৫ সপ্তাহের বেশী সময় লেগে গেছে এর মূল কারন অফিস থেকে ফিরে সময় রাত্ৰিতে বসে অনুবাদ সম্পূর্ণ করতে হয়, তাই কিছু ক্ষেত্রে বিলম্ব হয়েছে। তবুও যে এটা তিন কিম্বিতে পরপর চিত্রচোর ব্লগে শেয়ার করতে পেরেছি সেইজন্য ঋণশুরকেও ধন্যবাদ জানাই। আরেকটি কথা এখানে জানিয়ে রাখতে চাই সেটা হচ্ছে অনুবাদক বন্ধু সাওন দত্ত (যার কথা আগে আপনারা ব্লগে পড়ে থাকবেন) যে আগে অনেকগুলো অ্যাসটেরিক্স অনুবাদ করেছে ও বর্তমানেও করছে, সাওন এই কমিক্স টি অনুবাদ শুরু করেছিল, তখন ব্লগে পিক্ট শুরু হয়েছে, সম্ভবত দ্বিতীয় কিম্বি চলছে। আর সাথে সাথেই এই হারানো পান্ডুলিপির কাজও বেশ কিছুটা এগিয়ে গেছে। তখন আমি সাওন কে আমারও একই কমিক্স অনুবাদ চলছে তা জানাই, প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে একই অনুবাদ বারবার না করে অন্য বাকি গুলো করলেই বেশী সুবিধা হবে, কারন এমনিই শখের অনুবাদকের সংখ্যা যথেষ্ট কম, একথাও তাকে জানাই। বলা বাহুল্য, ও আগেই আমার পিক্ট দলের অনুবাদ পড়েছে সেটারও কিছু প্রশংসা করে ও নিজেই নির্দিষ্টায় এই অনুবাদটা আমাকেই করতে বলে। সেজন্য তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানানো অবশ্যই আমার কর্তব্য। প্রতিটি কমিকসের ক্ষেত্রেই লেটারিং খুব গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু অনেকক্ষেত্রেই, এমনকি প্রকাশিত অনেক অ্যাসটেরিক্সের তথা অন্য কমিকস এর অনুবাদের ক্ষেত্রে এগুলি অবহেলিত। আমি এই কমিকসটির সম্পূর্ণ সংকলনে সব লেটারিং অনুবাদ করেছি। সর্বোপরি, এটি পাঠকদের মাঝে সমাদৃত হলে আমার পরিশ্রম সার্থক হবে। পাঠক বন্ধুদের আরও একটা অ্যাসটেরিক্স কমিকস অ্যালবাম সম্পূর্ণ রূপে বাংলায় উপহার দিতে পারছি এতে আমিও বেশ আনন্দিত বোধ করছি।



তবুও, নিজের দক্ষতা ও যথাযথ ভাষা প্রয়োগের অক্ষমতা জন্য এবং বানান ভুলের ক্ষেত্রে পাঠকেরা নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করে নেবেন, এই আশা রাখছি।

[chitrochor.blogspot.in](http://chitrochor.blogspot.in)

রূপক





অ্যাসটেরিক্স, এই রোমাঞ্চকর গল্পগুলির নায়ক। এই ছোটখাটো যোদ্ধার যেমন বুদ্ধি, তেমনই সাহস। বিপজ্জনক সব কাজের দায়িত্বই ওকে নির্দিধায় দেওয়া যায়। অ্যাসটেরিক্সের আছে অতিমানবিক শক্তি, যার উৎস পুরোহিত এটাসেটামিক্সের জাদু-পানীয়ের পাত্র...



ওবেলিক্স, অ্যাসটেরিক্সের প্রাণের বন্ধু। 'মেনহির' নামে এক ধরনের স্মারকশিলা বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া এর পেশা, বুনো শুয়োরের 'রোস্ট' খাওয়া এর নেশা। যে-কোনও সময় সব কাজ ফেলে ওবেলিক্স বেরোতে পারে বন্ধুর সঙ্গে নতুন অভিযানে। সঙ্গে থাকে গৌয়ার্তুমিক্স, পৃথিবীর একমাত্র কুকুর যে গাছ উপড়ে পড়লে চিৎকার করে কাঁদে।



এটাসেটামিক্স। গ্রামের খুব মান্য পুরোহিত। গাছগাছড়া থেকে তৈরি করেন নানা রকম পানীয়। এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে তাঁর নিজস্ব এক জাদু-শরবত। গলায় ঢাললে শরীরে আসে অতিমানবিক শক্তি। এ ছাড়াও এটাসেটামিক্স জানেন নানা রকম গোপন কৌশল...



এবং বিশালাকৃতিস্ব। গ্রামের মহামান্য প্রধান। রাজসিক, সাহসী, রগচটা ও অভিজ্ঞ যোদ্ধা। প্রজারা যেমন শ্রদ্ধা করে, শত্রুরা তেমনই ভয় করে। ঐর একটাই ভয়, আগামীকাল মাথায় না আকাশ ভেঙে পড়ে... তবে নিজেই আবার বলেন, 'আগামীকাল কখনও আসে না।'



কলরবিক্স। চারণকবি। ঐর সংগীতপ্রতিভা সম্বন্ধে নানা জনের নানা মত। ঐর নিজের বিশ্বাস, ইনি অসামান্য প্রতিভাবান। অন্যেরা ভাবে উলটো। অবশ্য গান-টান না গাইলে, কিংবা মুখ না খুললে ঐর মতো বন্ধু কমই আছে....





যিশুর জন্মের ৫০ বছর আগে। সমস্ত গল দেশ রোমের অধীনে...ঠিক সবটা নয়, এক ছোট  
গ্রাম এখনও অদম্য। সেই গ্রামের বীর বাসিন্দারা এখনও ঠেকিয়ে রেখেছে বিদেশি  
আক্রমণকারীদের। গ্রামের কাছাকাছি চারটি রোমান সেনাশিবির : পেতিবোনাম, বাবাওরাম,  
অ্যাকোয়েরিয়াম ও লোডানাম। শিবির চারটিতে যে রোমান সেনারা বাস করে, তাদের  
জীবন খুব একটা শান্তিপূর্ণ নয়...



আমাদের গল্প শুরু হচ্ছে  
রোমে জুলিয়াস সিজারের  
রাজপ্রাসাদে, যেখানে সিজার  
স্বয়ং তার পরামর্শদাতা ও  
প্রকাশক, ইলোকয়েন্ট  
লিবেলাস ধুমধাডাকাস এর  
কাছ থেকে পরামর্শ  
নিচ্ছেন ...

গলেদের যুদ্ধপ্রসঙ্গে।  
এইটাই যথার্থ নামকরণ, হে সিজার!  
আমি এর আগাম সাফলতা চান্ক্ষুষ  
দেখতে পাচ্ছি!

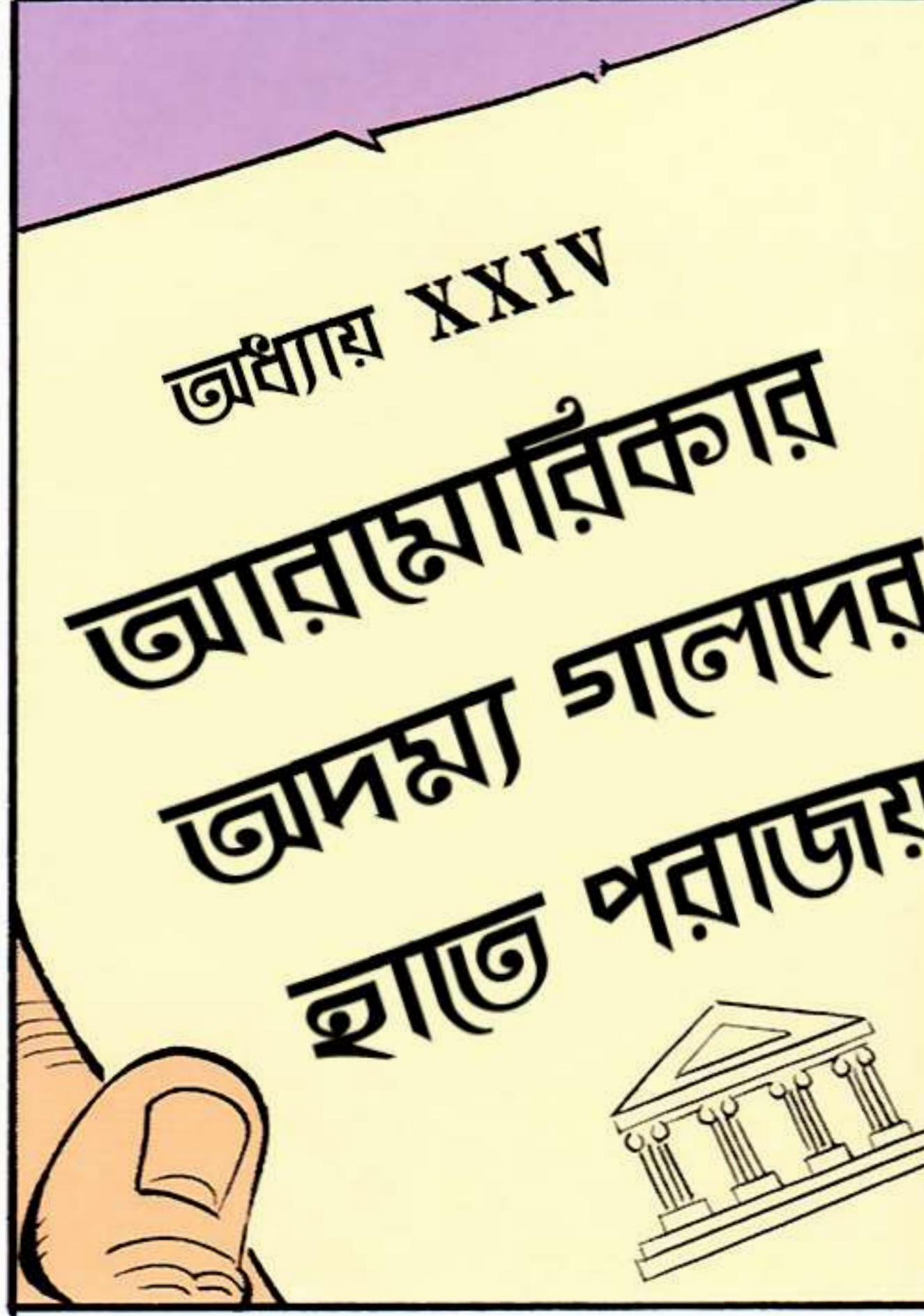


বলো দেখি, ধুমধাডাকাস!  
আমার পাণ্ডুলিপিতে কি গলদ  
রয়েছে?

এটা তো মাত্র এইটুকুখানি,  
মহামান্য সিজার!



ভূখ্যায় XXIV  
ভারমোহরিকার  
ভাদম্য গলেদের  
ছাত্তে পরাজয়



হ্যাঁ, আমি জানি, জুপিটারের দিব্যি,  
কিন্তু দুঃখের কথা এগুলোই তো  
ঐতিহাসিক সত্যি!



এই পরিচ্ছেদটা বরং বাদ  
দিয়ে দিন, হে সিজার! এটা আপনার  
শংসাপত্রের একটা ধাক্কা।



তুমি চাও  
সিজার  
সত্যের সাথে  
আপোষ করুক?



আপোষ? মাফ করবেন, না, হে সিজার! আমি আপনাকে ইতিহাসের ওই  
পরিচ্ছেদের ওপরে একটা পরিমিত পর্দা আঁকার পরামর্শ দিচ্ছি। শেষ কয়েক  
বছর আগে আমরা ওই গলেদের ব্যাপারে শুনেছিলাম তার ঠিক নেই।  
রোমানরা তাদের অস্তিত্বের কথা মনে রেখেছে কিনা  
তা নিয়ে সন্দেহ আছে?



আর কতজন গলিই বা আপত্তি  
করবে? ব্যাটার সব গোমুখ্য!  
তাহলে আপনার পুস্তক প্রমান  
করবে যে আপনি গলের  
সমস্তটাই জয় করেছেন, আর  
সেনেট আপনার অন্যান্য  
বিজয়ের জন্যও অর্থপ্রদানে  
কার্পণ্য করবে না...



চমৎকার পরিকল্পনা,  
ধুমধাডাকাস! ব্যাপারটা বেশ  
উত্তেজনাপূর্ণ...

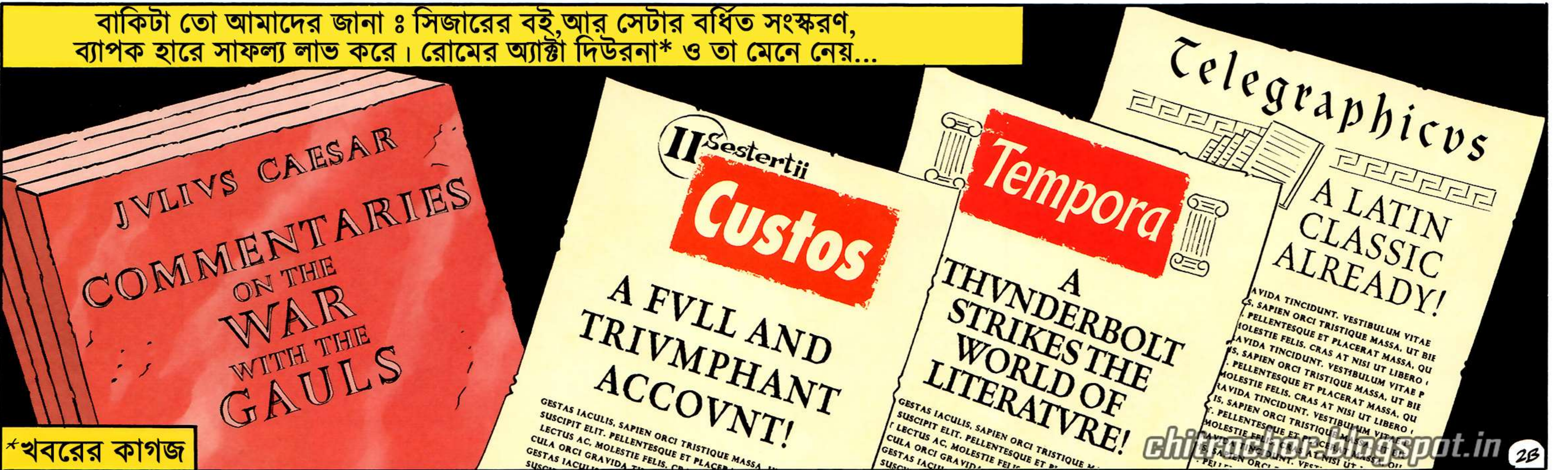


এই, ওরা কি নিয়ে বিড়বিড়  
করছে কিছু বুঝলে?

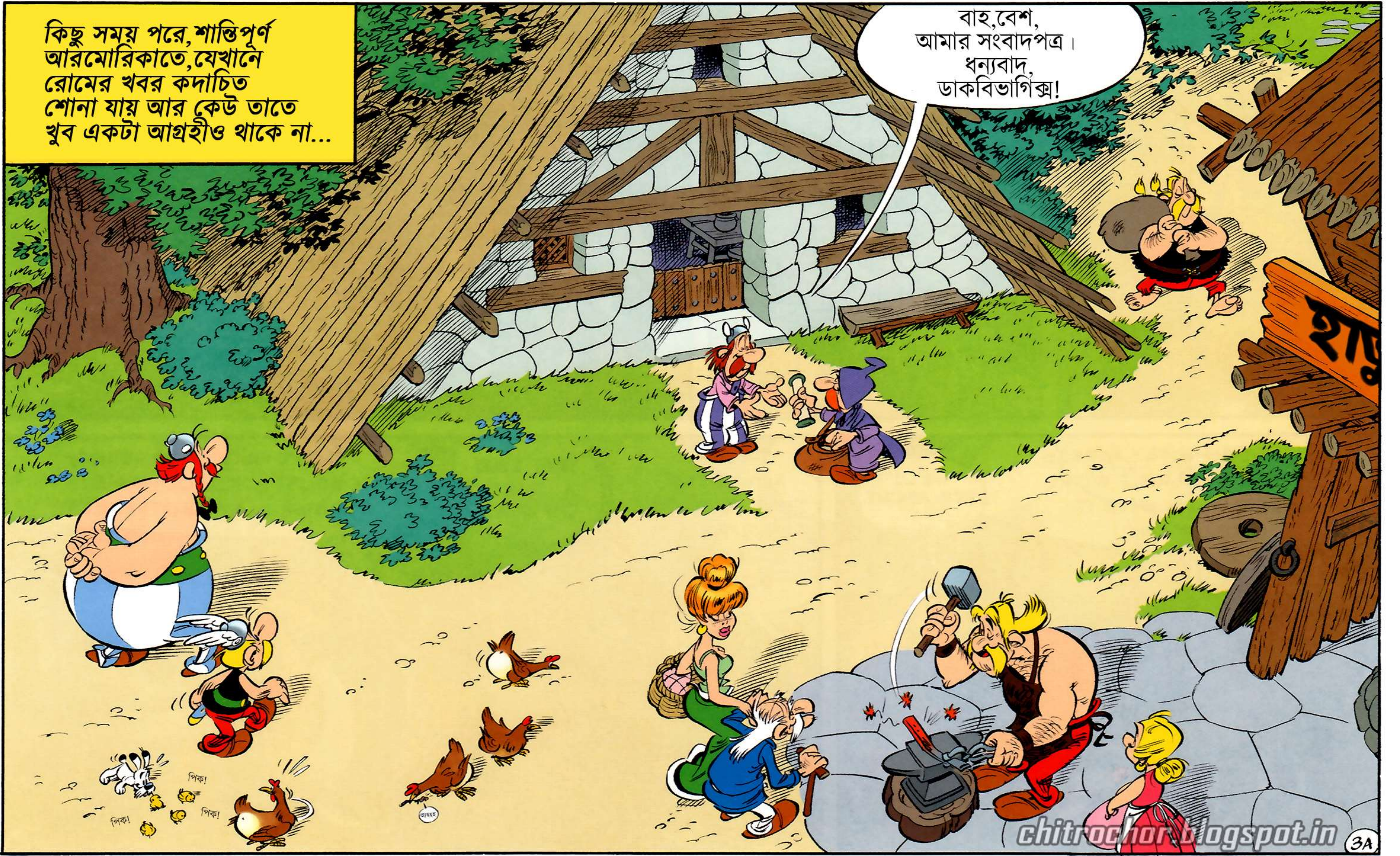


আমার কাছে আধুনিক  
সাহিত্য আর গোলকরা  
কাগজ দুটোই সমান,  
বুঝলে।









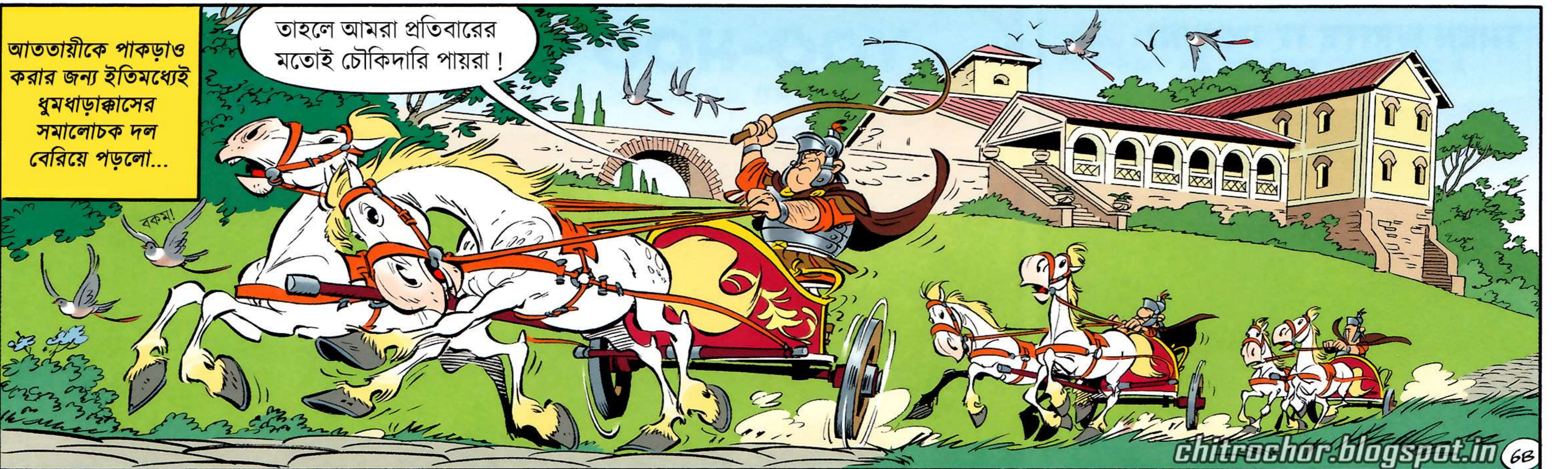
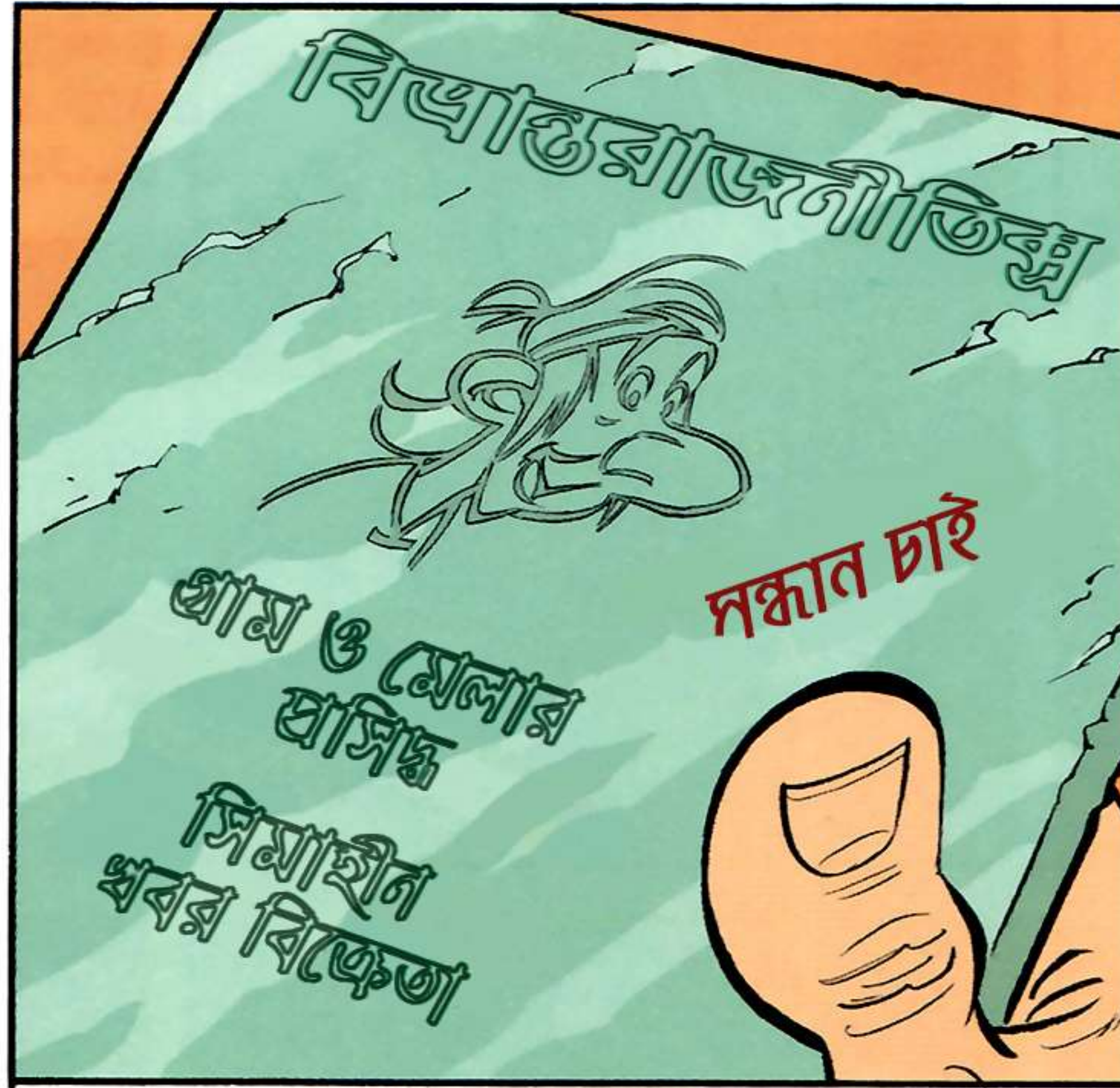




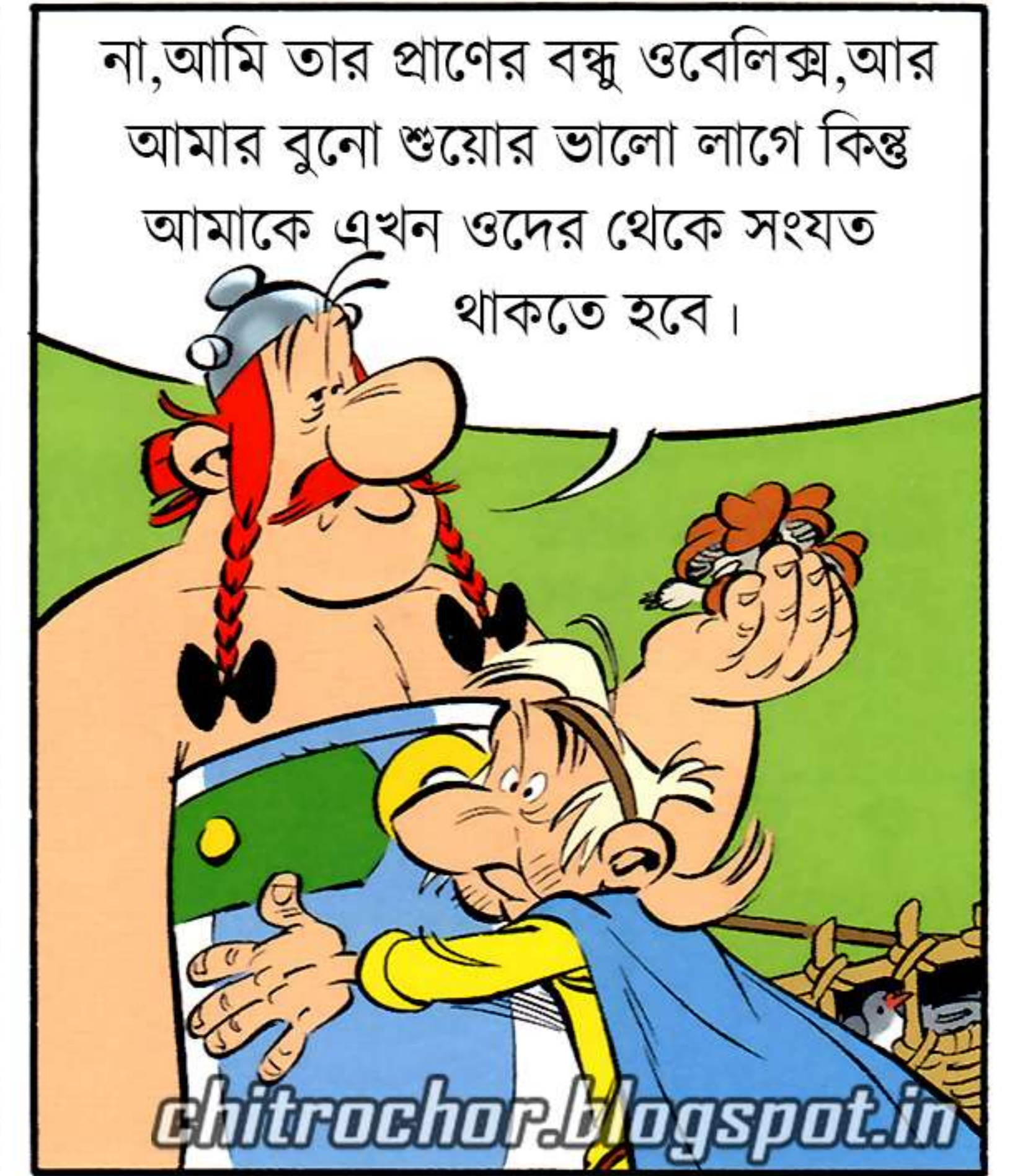
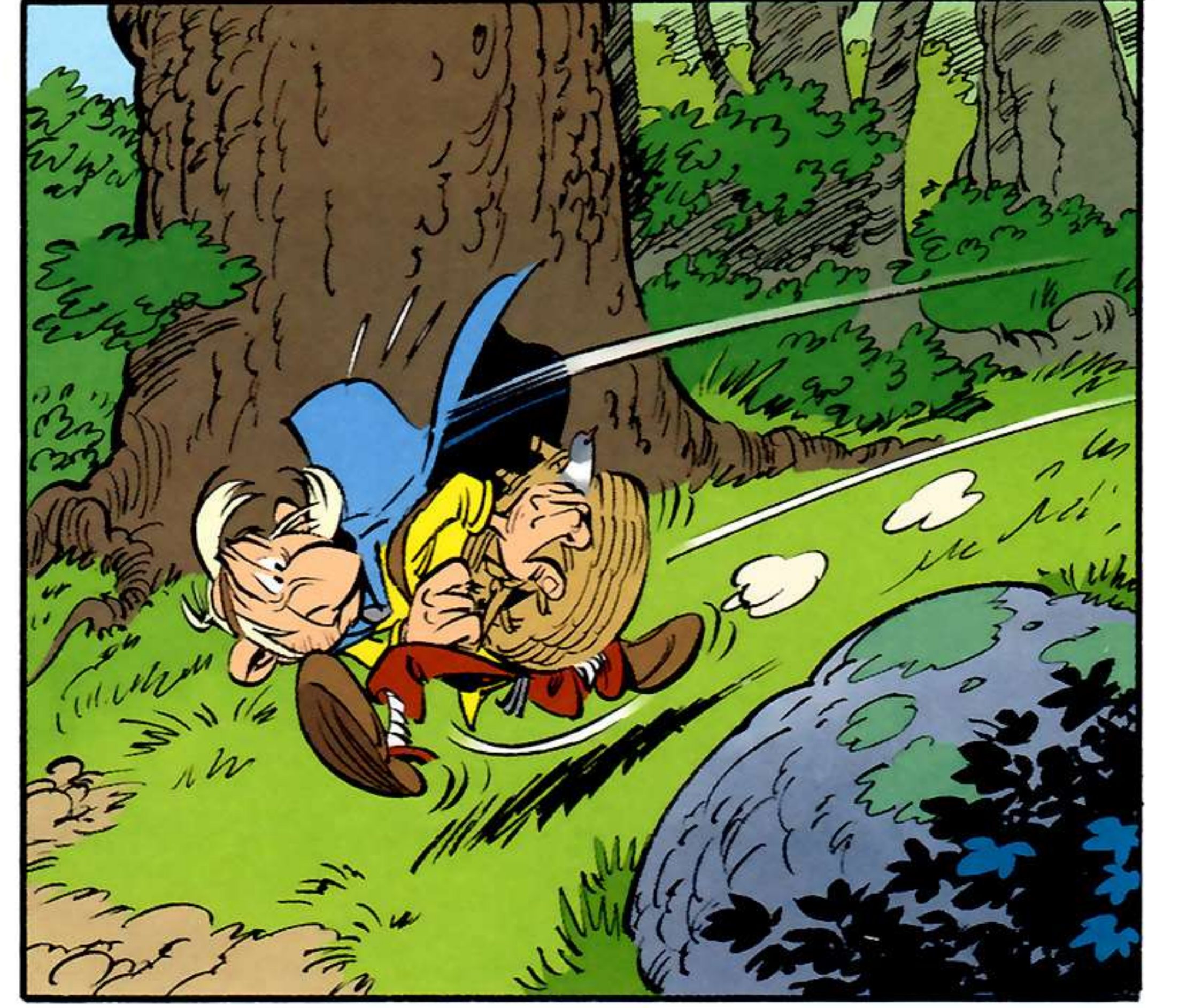






























সময় এসেছে এই আধুনিক  
সংযোগ ব্যবস্থার  
সম্মুখে কিছু কথা বলার ...



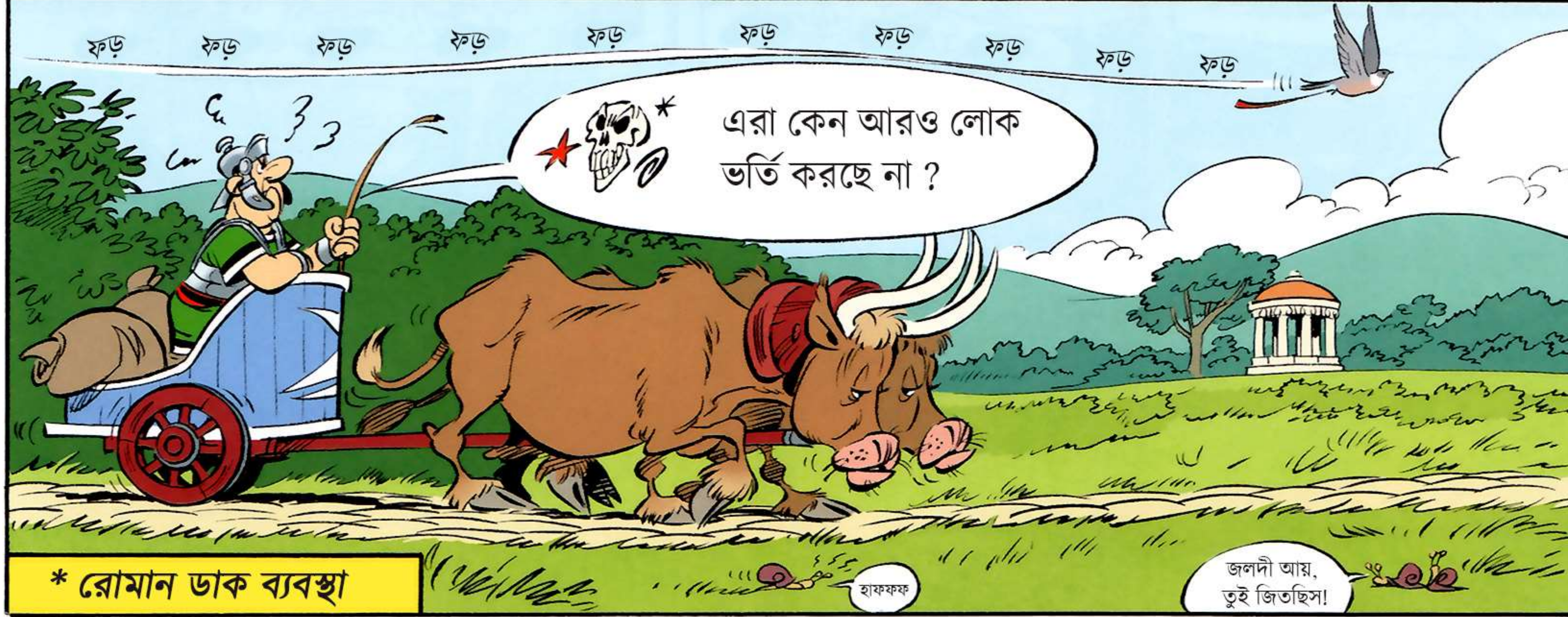
বার্তাবাহক পায়রারা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছায় ...



...সেখান থেকে তার বার্তাটি  
আরেকটি পায়রা নিয়ে যায় ...



...এই সুন্দর নিরাপদ পদ্ধতি এর থেকে অনেক দীর্ঘগতি সম্পন্ন 'সারসাস পাবলিকাম'\* কেও পেছনে ফেলে দিয়েছে।



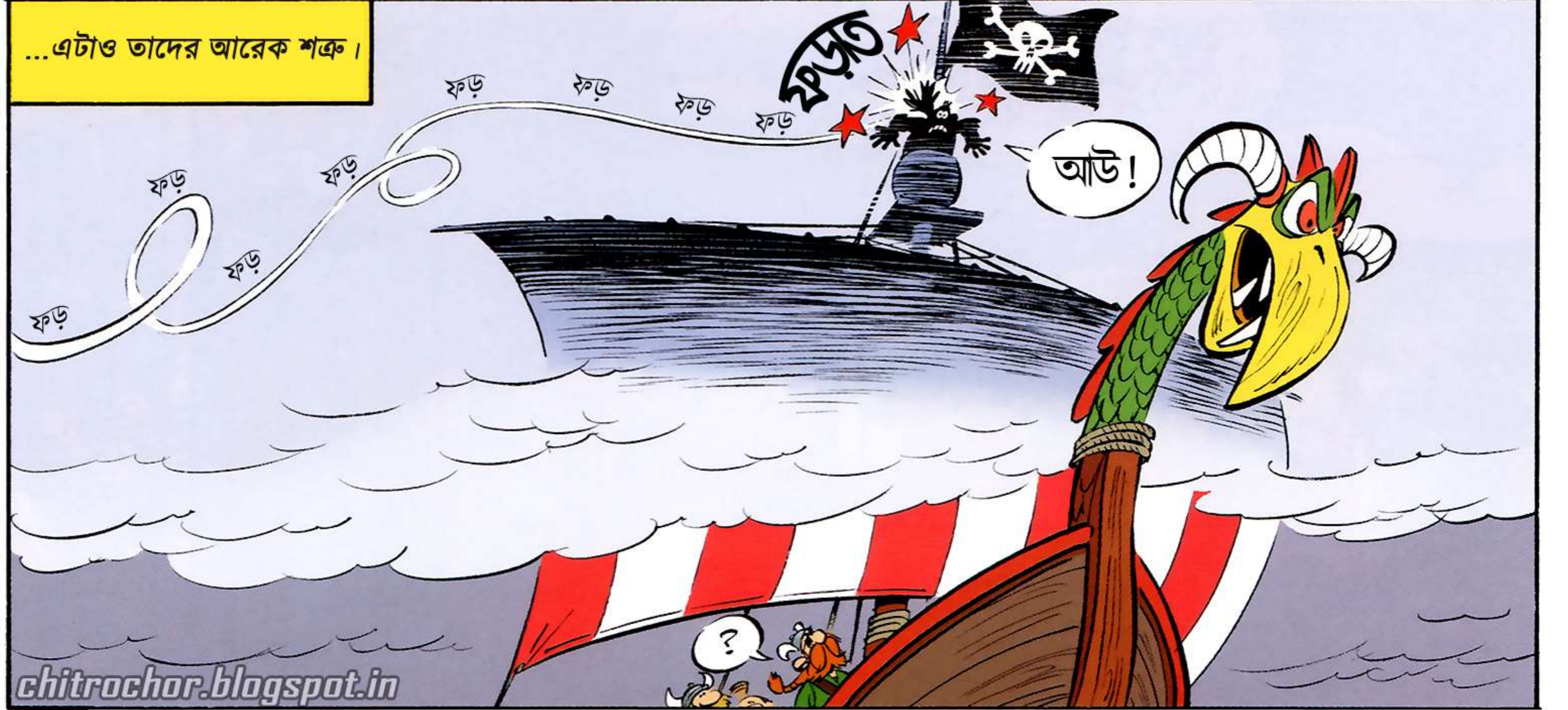
এর প্রধান শত্রু এখনো সেই  
বাজেরাই আছে ...



...এটা মাঝেমধ্যে কুয়াশাহীন  
আবহাওয়ায় কেঁপে ওঠে...



...এটাও তাদের আরেক শত্রু।



কাপ্তান,একটা পায়রার  
বার্তা আমার চোখে পড়েছে।



ওতে কি  
লেখা  
আছে ?



জানি নে কাপ্তান!  
আমি পড়তে পারি না !

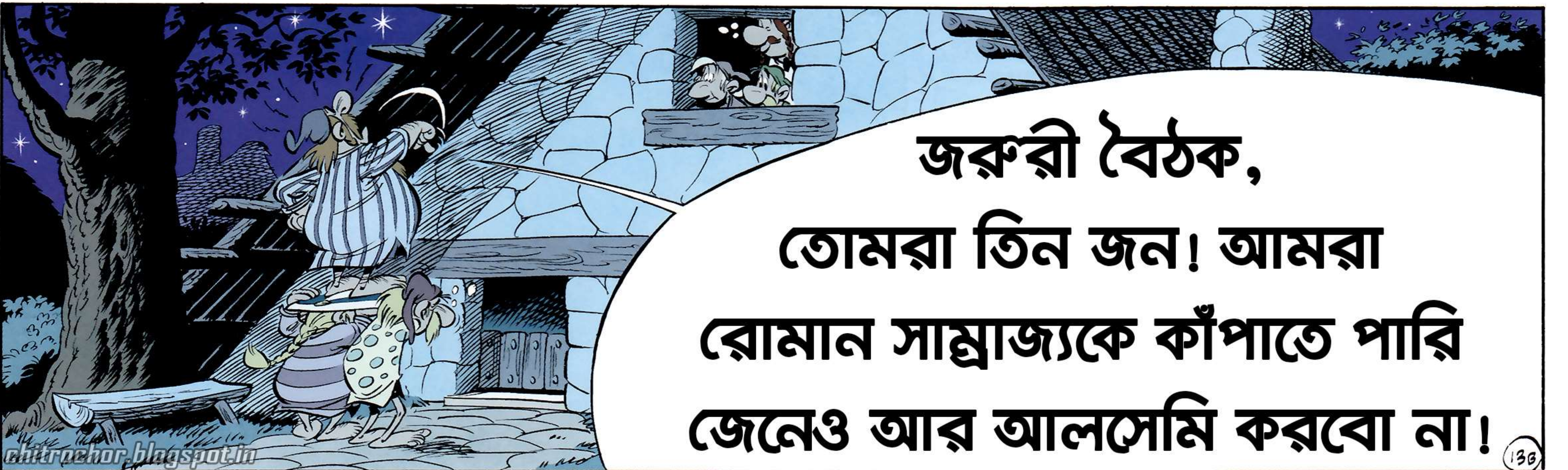
পায়রাটাকে  
ধরে রাখিস!



হাতে ধরা পায়রা,  
যেমন কোথায়  
আছে !

বিঃদ্রঃ এটা খবর  
জাল করার একটা  
প্রাচীন নিদর্শন।

















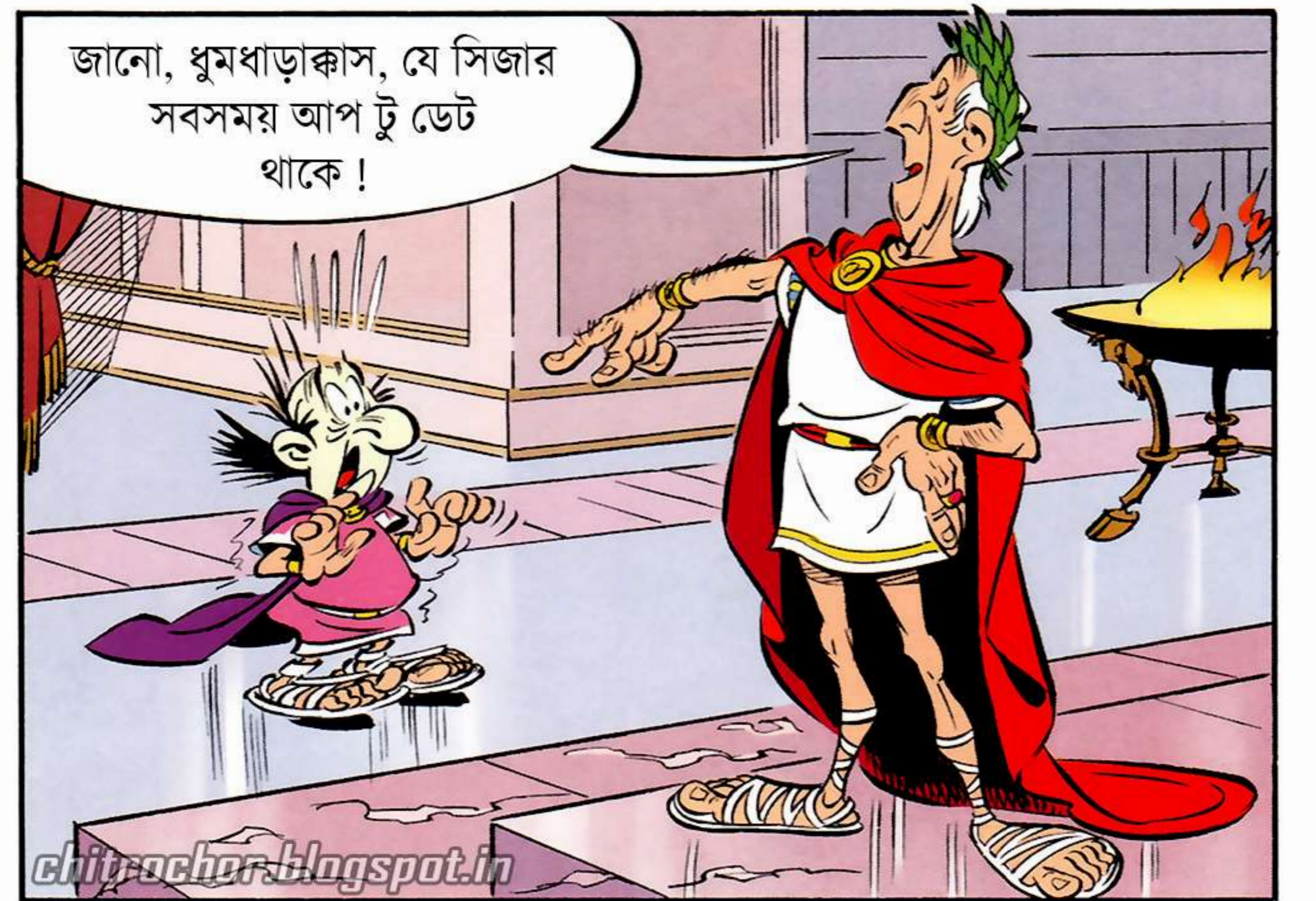
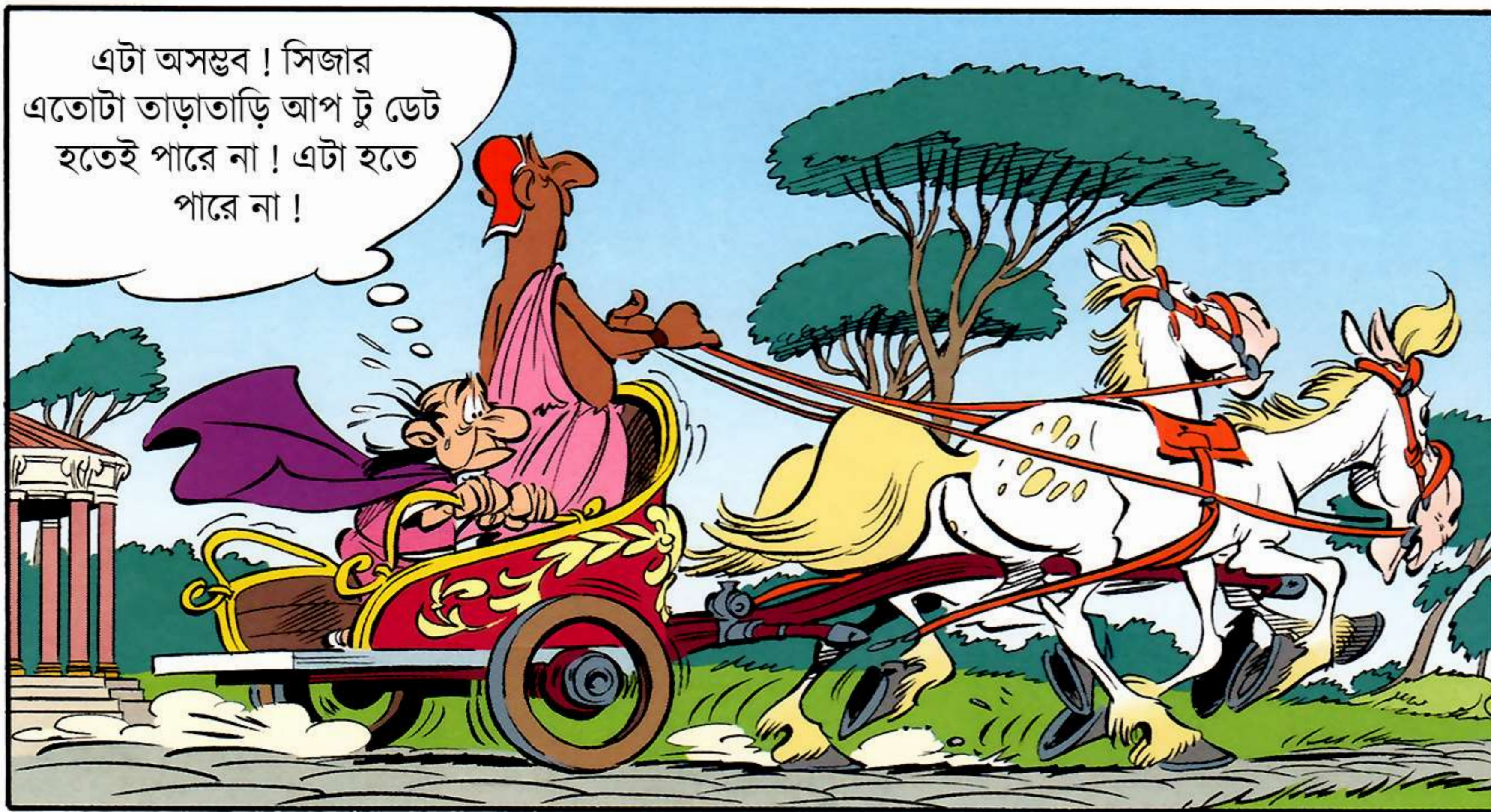




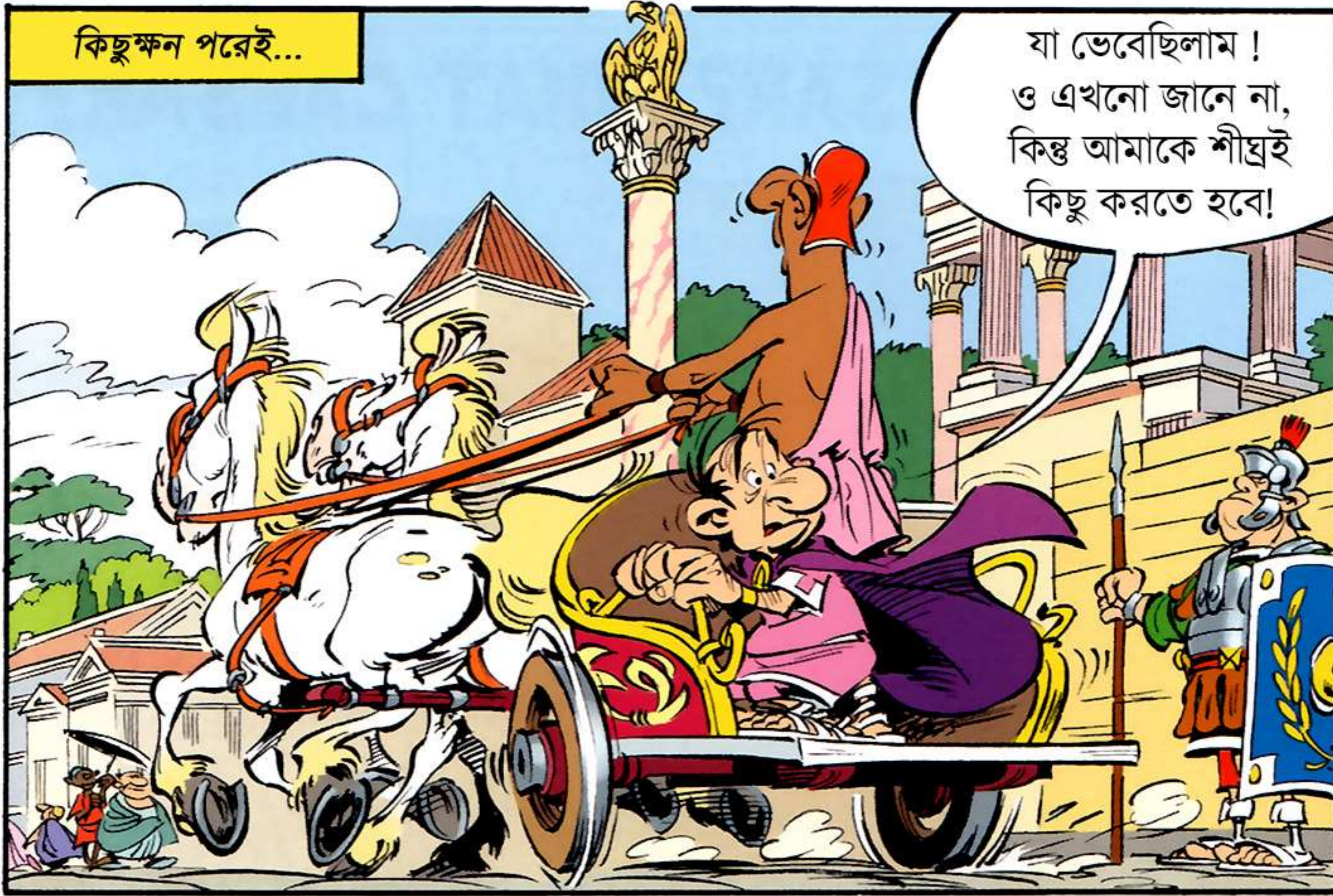
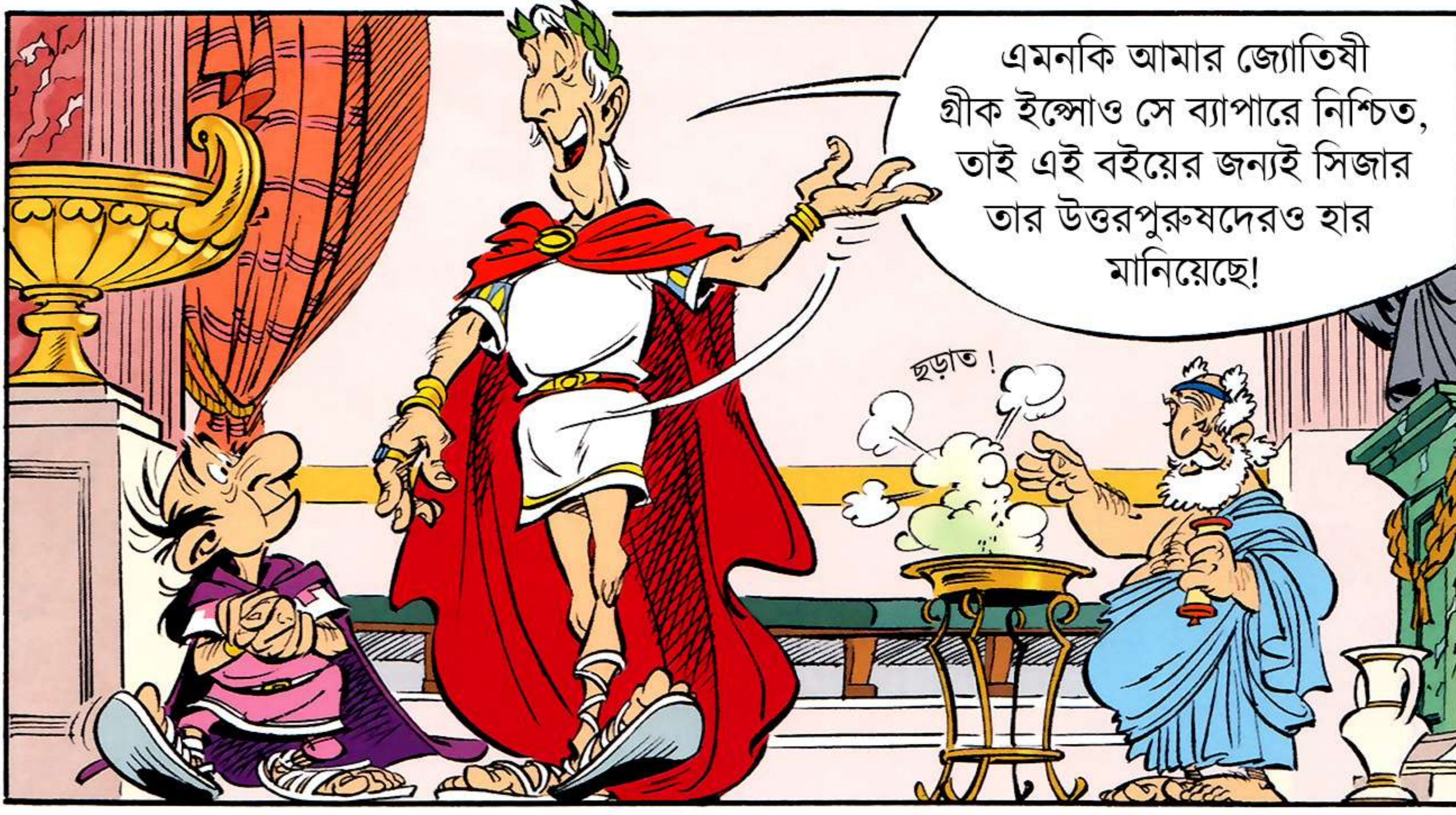








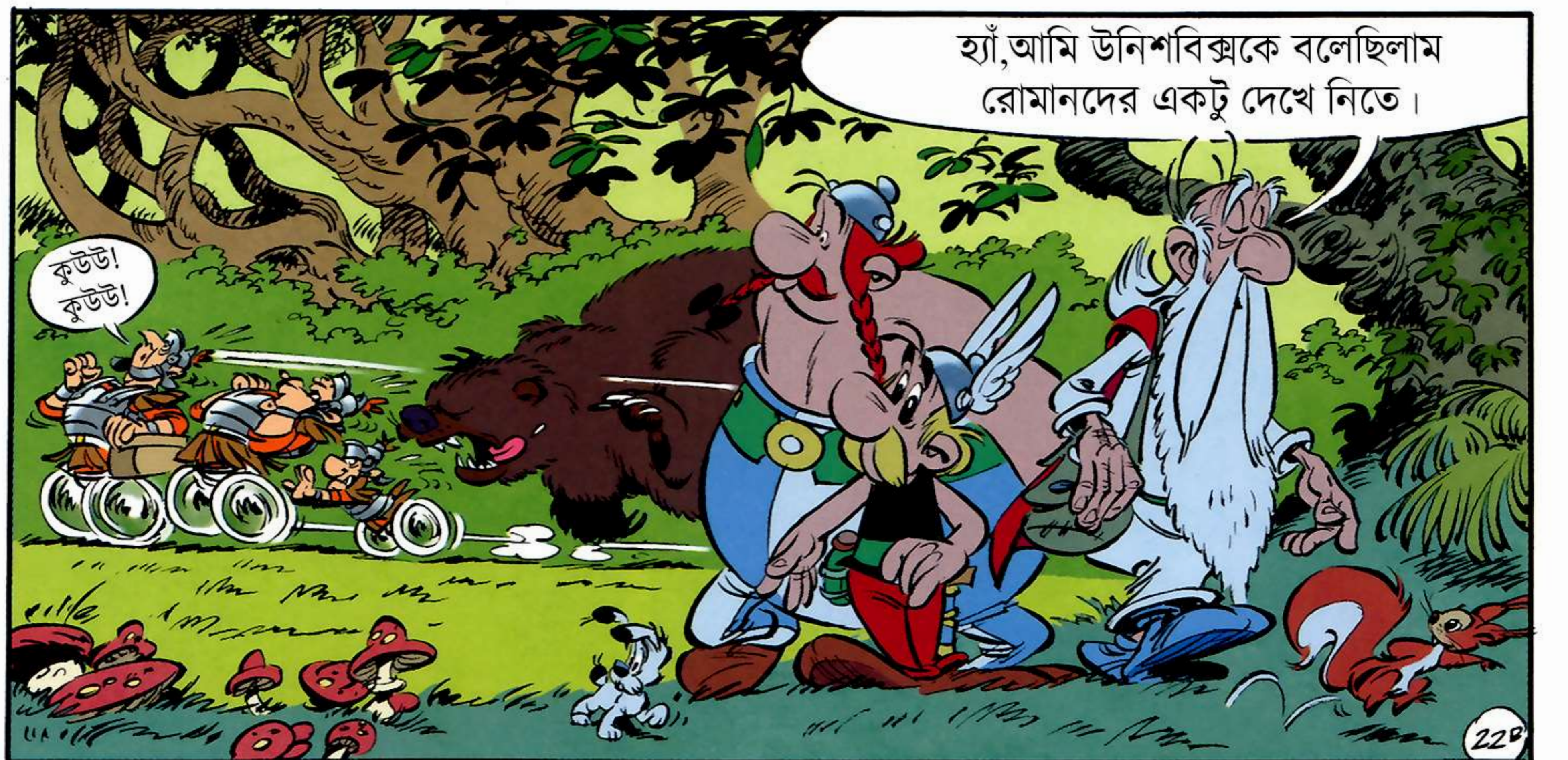














আর গলেরা তাদের পথে চলতেই থাকে ...



...জঙ্গল আরও ঘন হতে থাকে...



ওই দেখ!  
বুনো ছাগল...

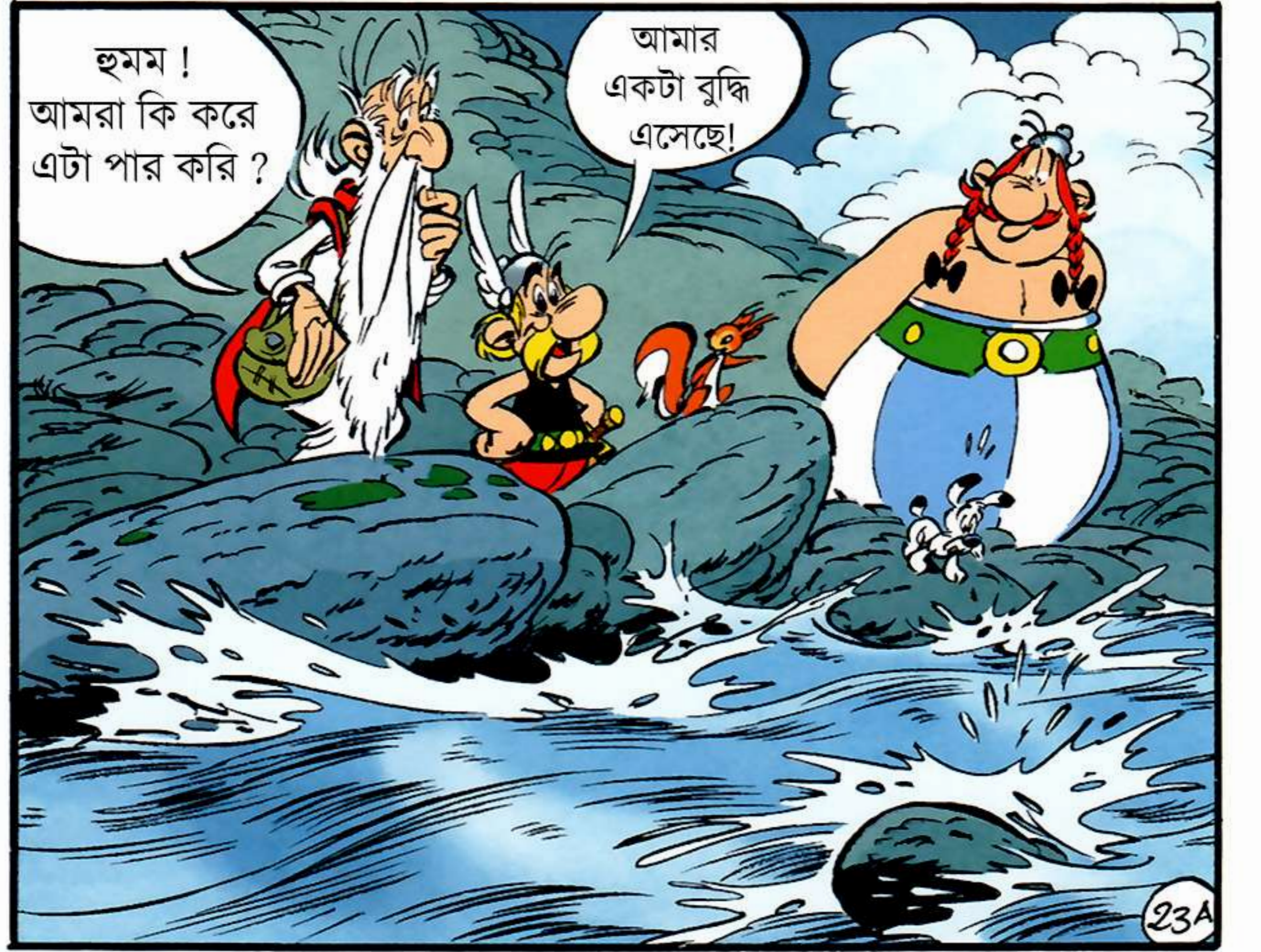
না, ওবেলিক্স,  
ওগুলো ইউনিকর্ন।

... আরও রহস্যময় হতে থাকে।



এই জল  
নিশ্চয়ই সব রোগ  
সারিয়ে দেয়?

না,  
ওটা সাধারণ  
জল।



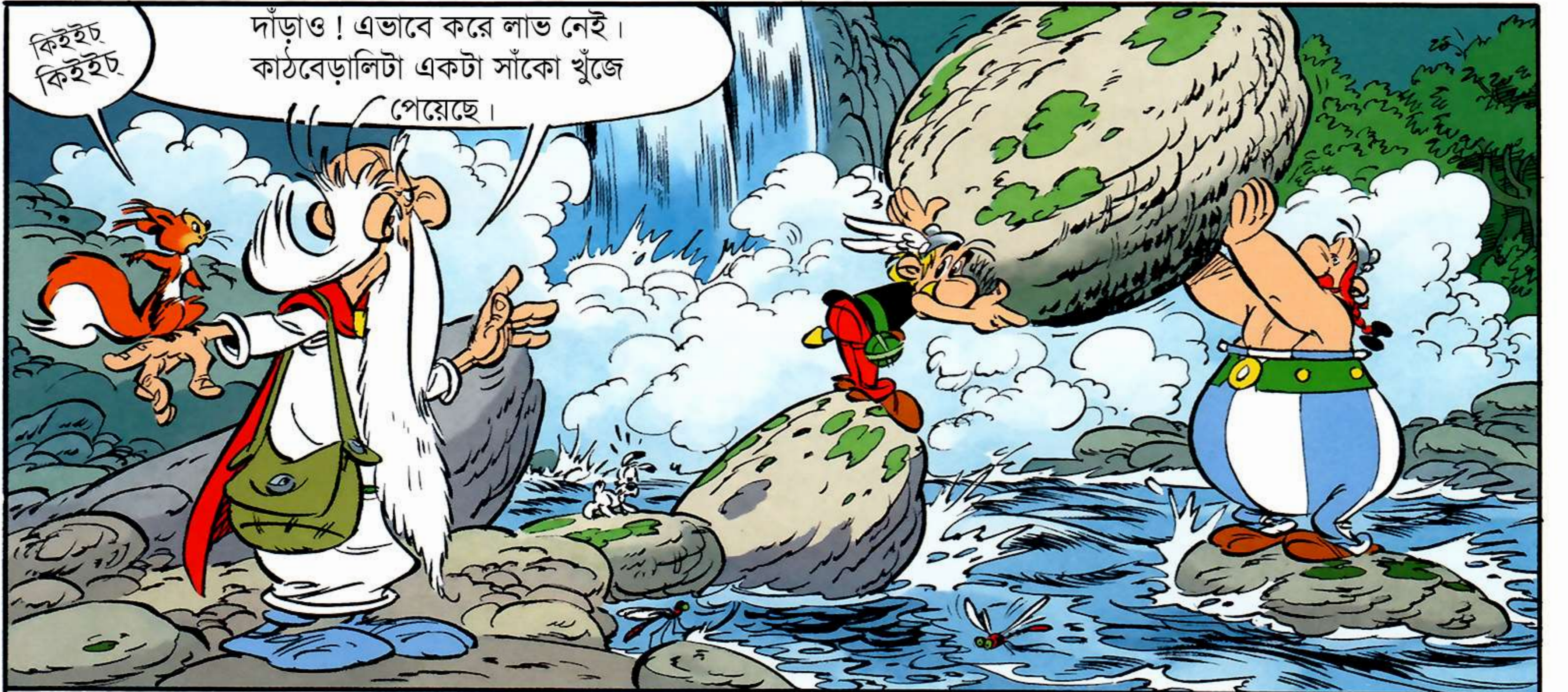
হুমম!  
আমরা কি করে  
এটা পার করি?

আমার  
একটা বুদ্ধি  
এসেছে!



আমরা পাথর ফেলবো। একটা,  
দুটো, তারপর তিনটে করে,  
বারেবারে। বুঝলে, ওবেলিক্স?

না।



কিইচ্চ  
কিইচ্চ

দাঁড়াও! এভাবে করে লাভ নেই।  
কাঠবেড়ালিটা একটা সাঁকো খুঁজে  
পেয়েছে।



আমার একটা বুদ্ধি এসেছে!  
ফ্যাক...হিহিহিহিহিহিহিহি!

যথেষ্ট হয়েছে,  
ওবেলিক্স!



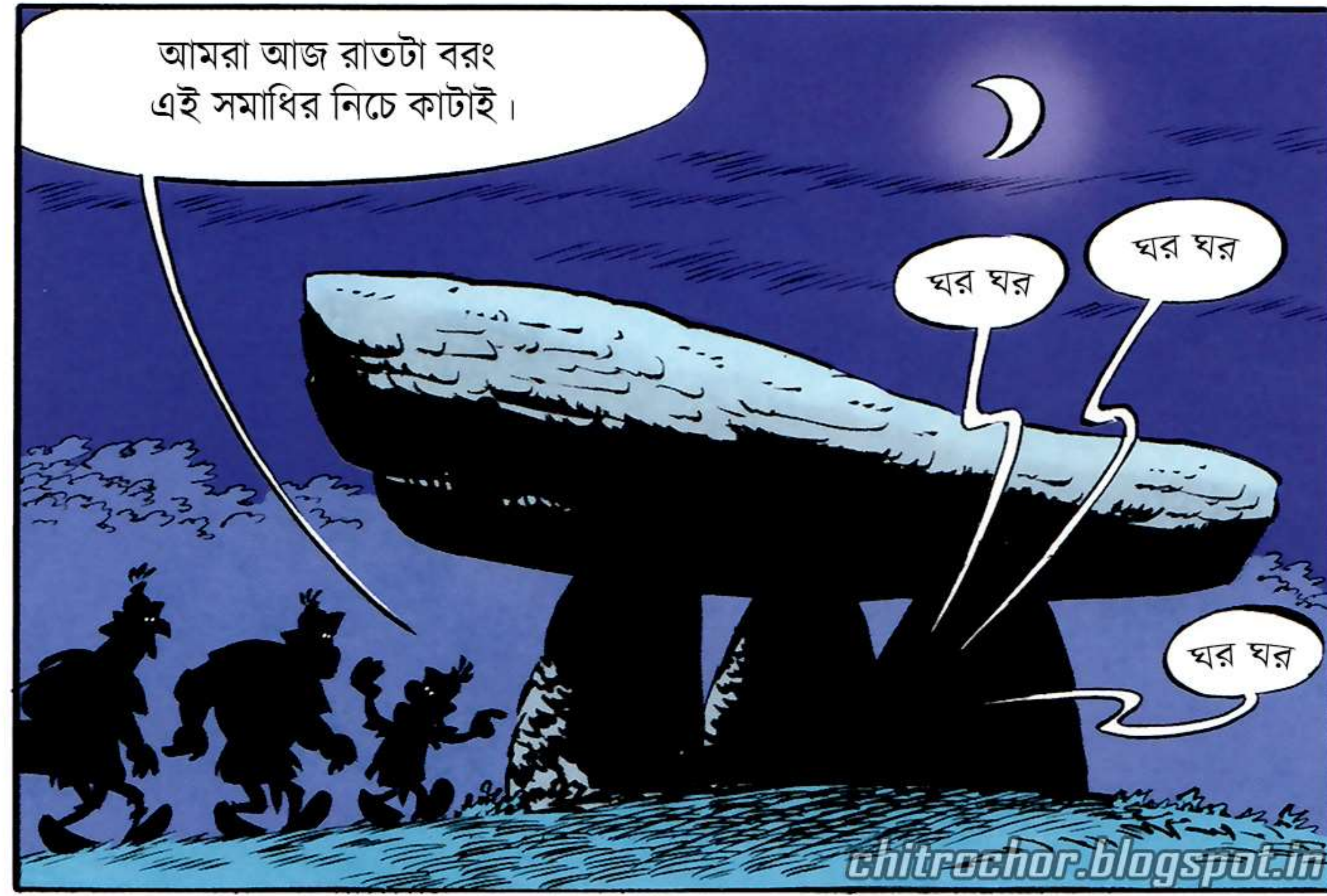
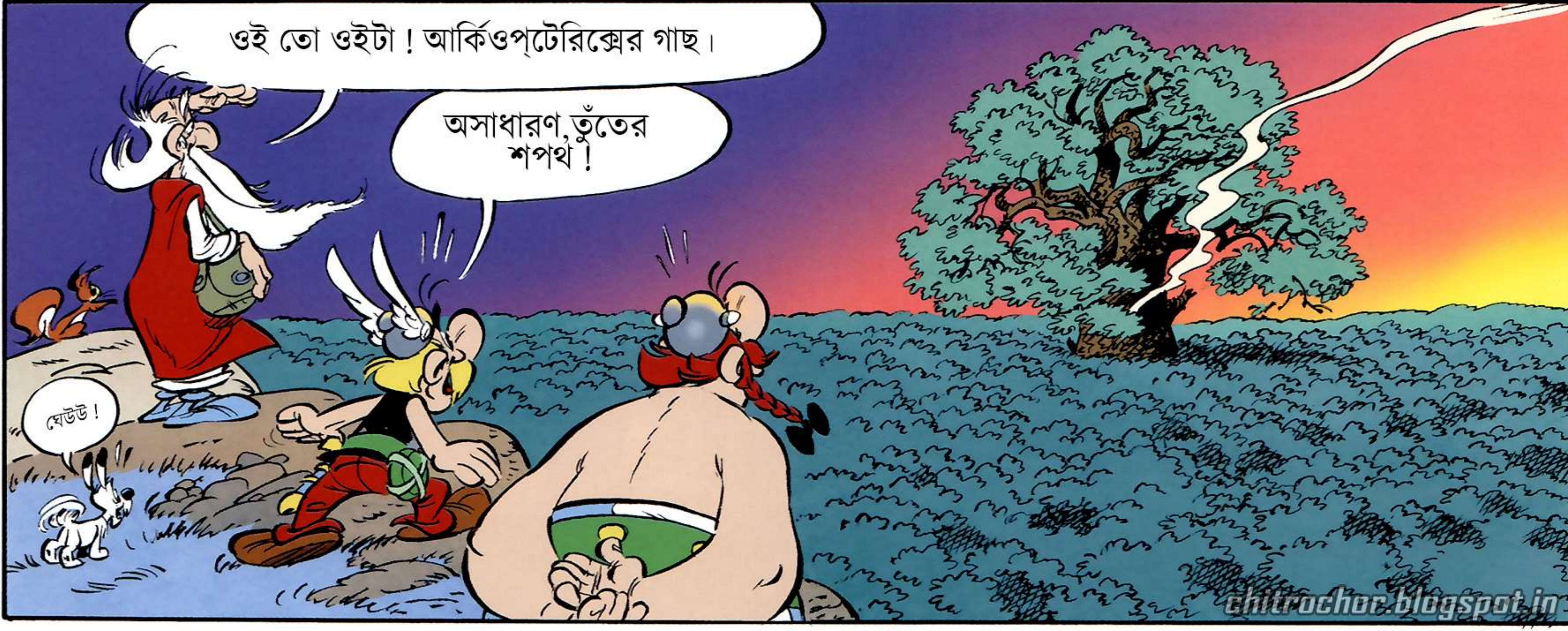
ইতিমধ্যে ...

আমি জানি না এটা কি জন্তু,  
তবে বেশ জোরেই তাড়া করেছে  
রে!

কুউউ!

23B

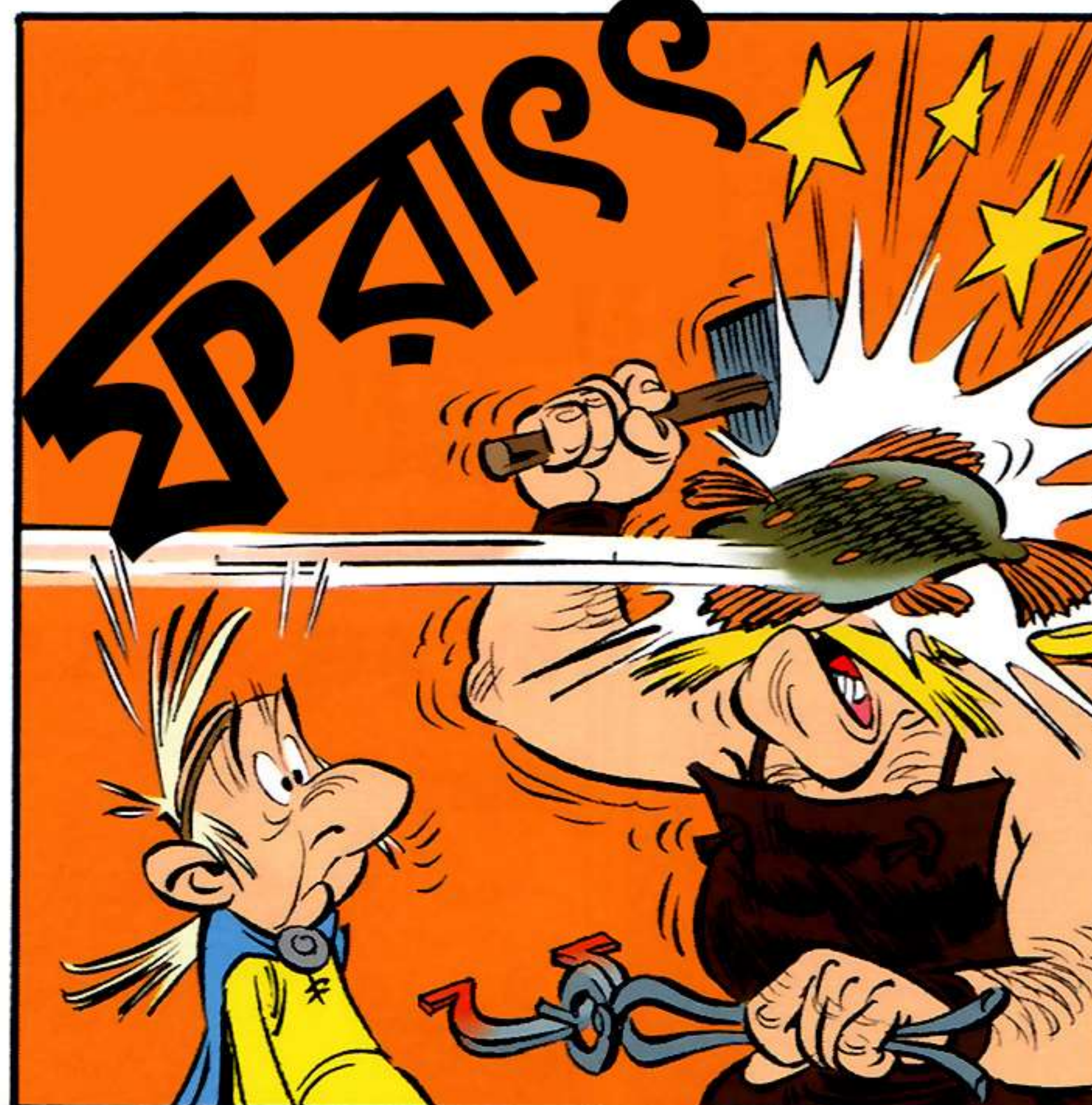














কিছুক্ষণ পরেই...

# ডিডাওওওই

...বললে বিশ্বাস করবে  
আমি এই ক্রাজিকর্ডটা আরও তীক্ষ্ণ  
সুরে বাজাতে পারি! শোন!

না,না, আমি তোমাকে  
বিশ্বাস করি! ওই বড়ো  
শিঙ্গাটা কি?



এদিকে, কারনুটের জঙ্গলে ...

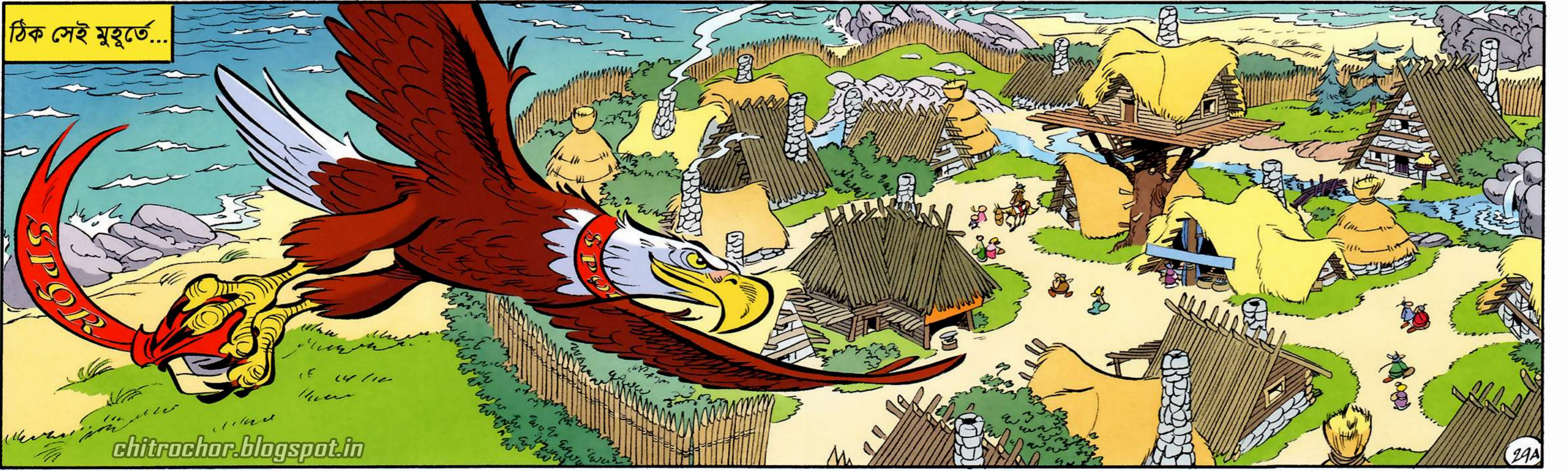
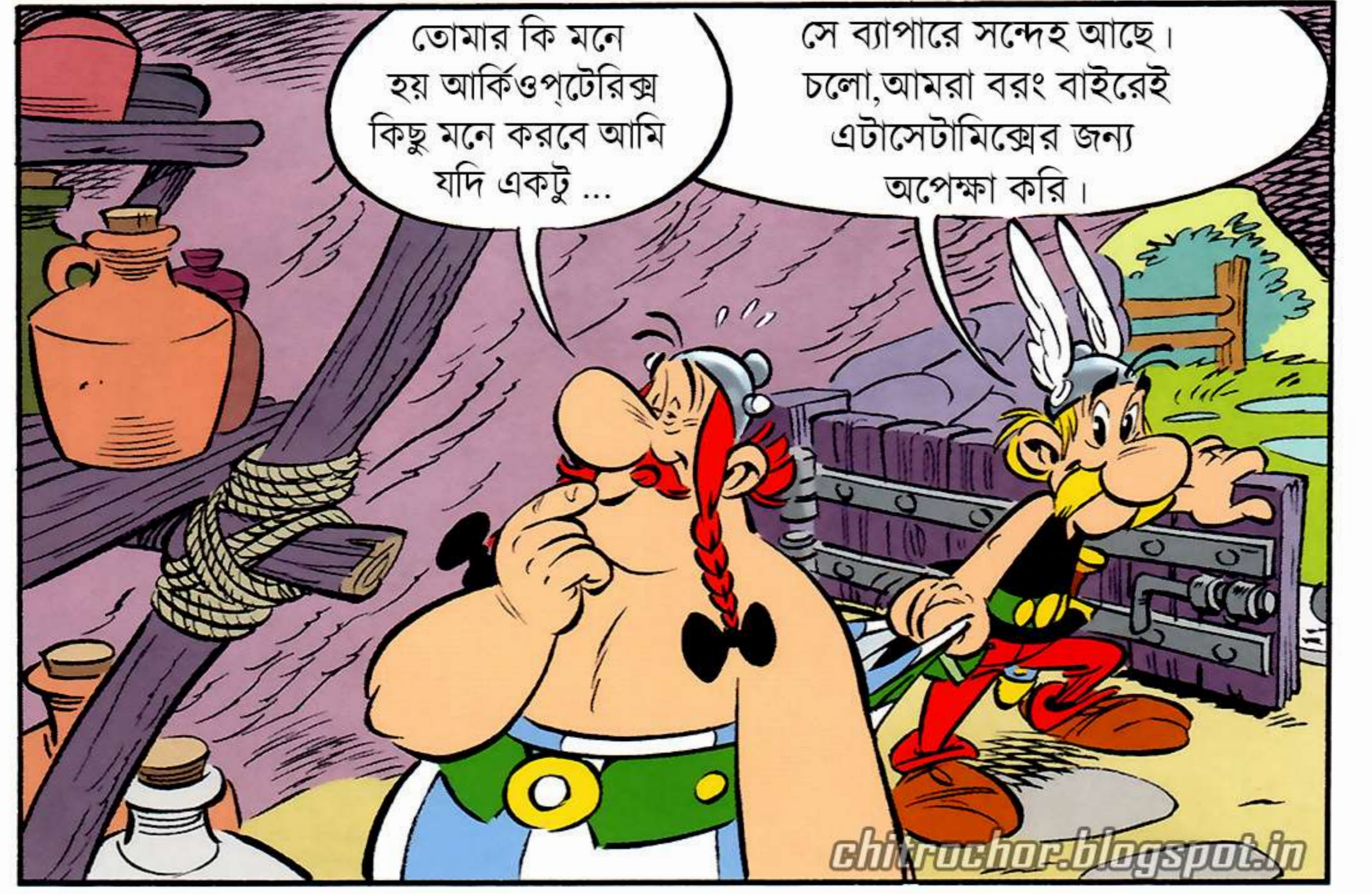






\*প্রাচীন ব্রিটিশ চারণকবি গিলবার্টস্ট্রাক্স ও সুলিভানাক্সের লেখা  
একটা গান বিশেষ।





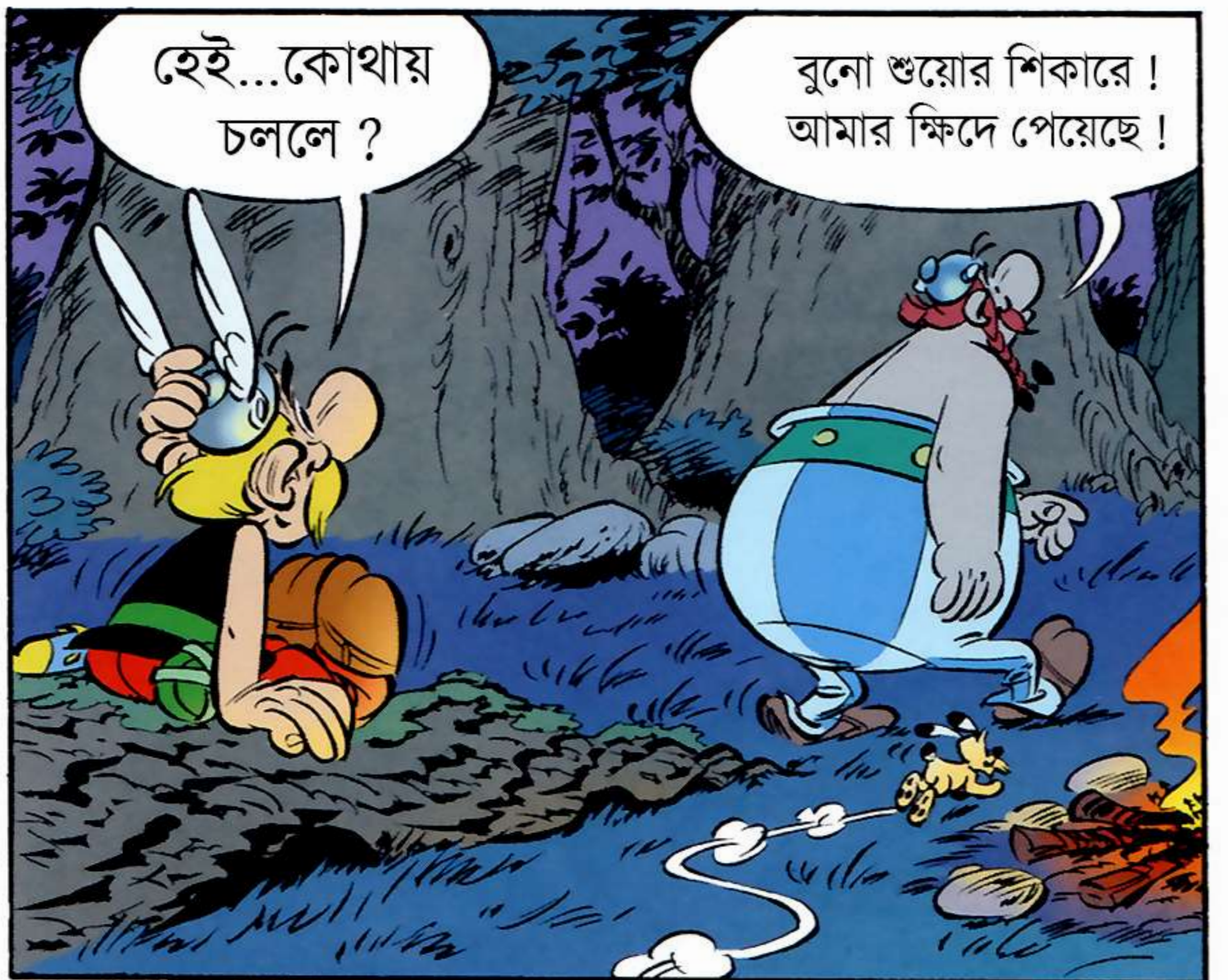




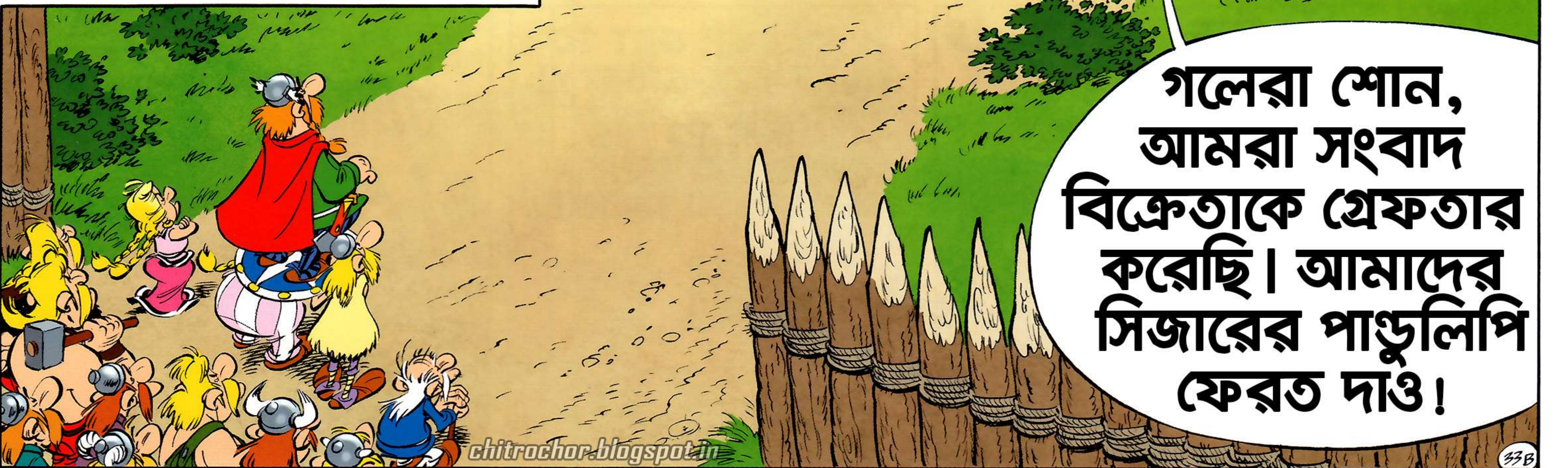
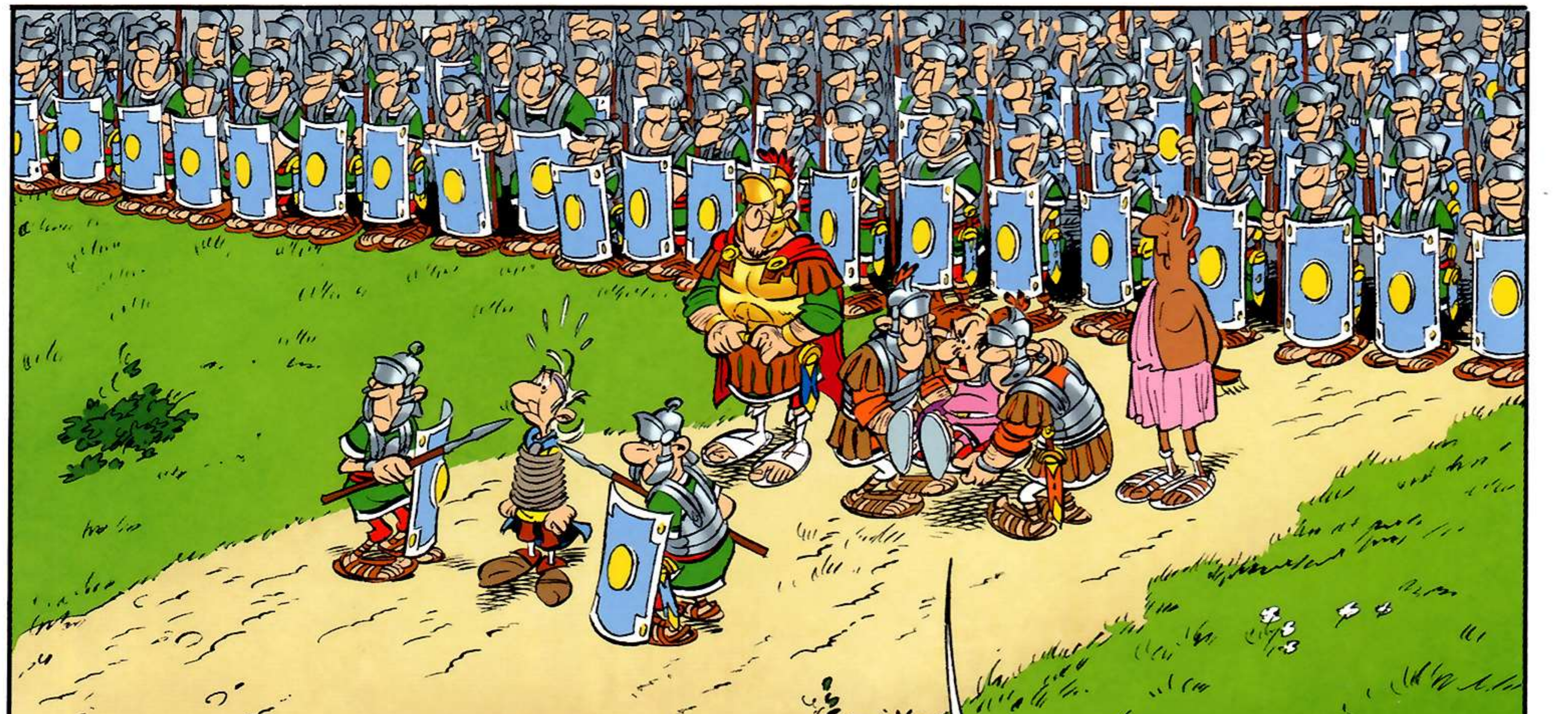










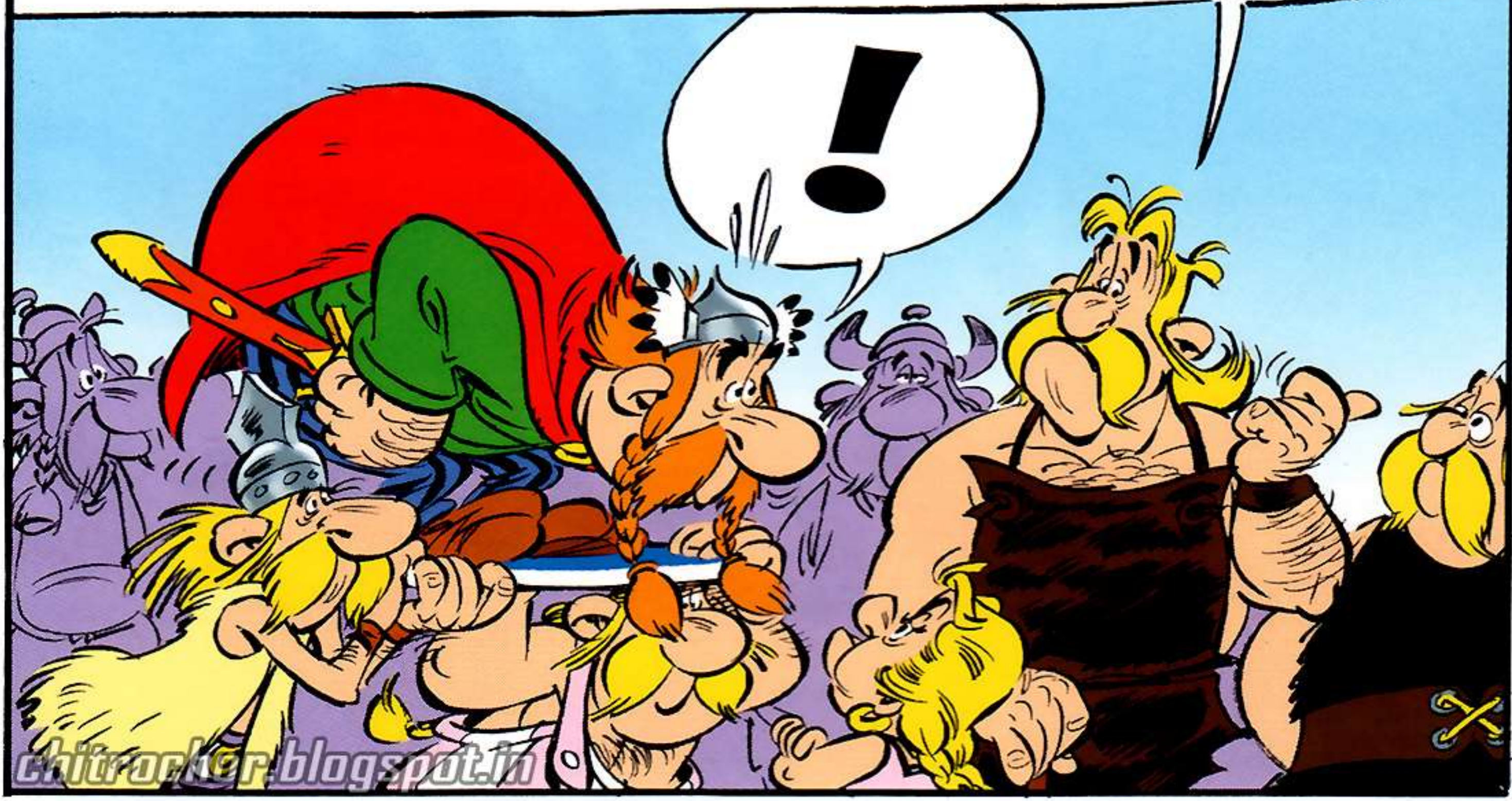








এহ ... দলপতি বিশালাকৃতি, আমরা সবাই আপত্তিকার  
সাথে একমত। আমাদের জলদী করা উচিত আর ...



ওহ, তুমি আপত্তিকার সাথে একমত?  
তাই না, তাহলে তুমি আর আপত্তিকা নিজেরাই  
সব ঠিক করে নাও! সত্যি কথা বলতে,  
আমি দেখতে চাই! আমি একদম  
বিরক্ত হচ্ছি না!



ওরা কি  
করছে?

দেখে তো  
মনে হচ্ছে মুখ  
গোমড়া করে  
দাঁড়িয়ে আছে ...

তোমার কি মনে হয় এটাই  
কি জরুরী পরিস্থিতি?



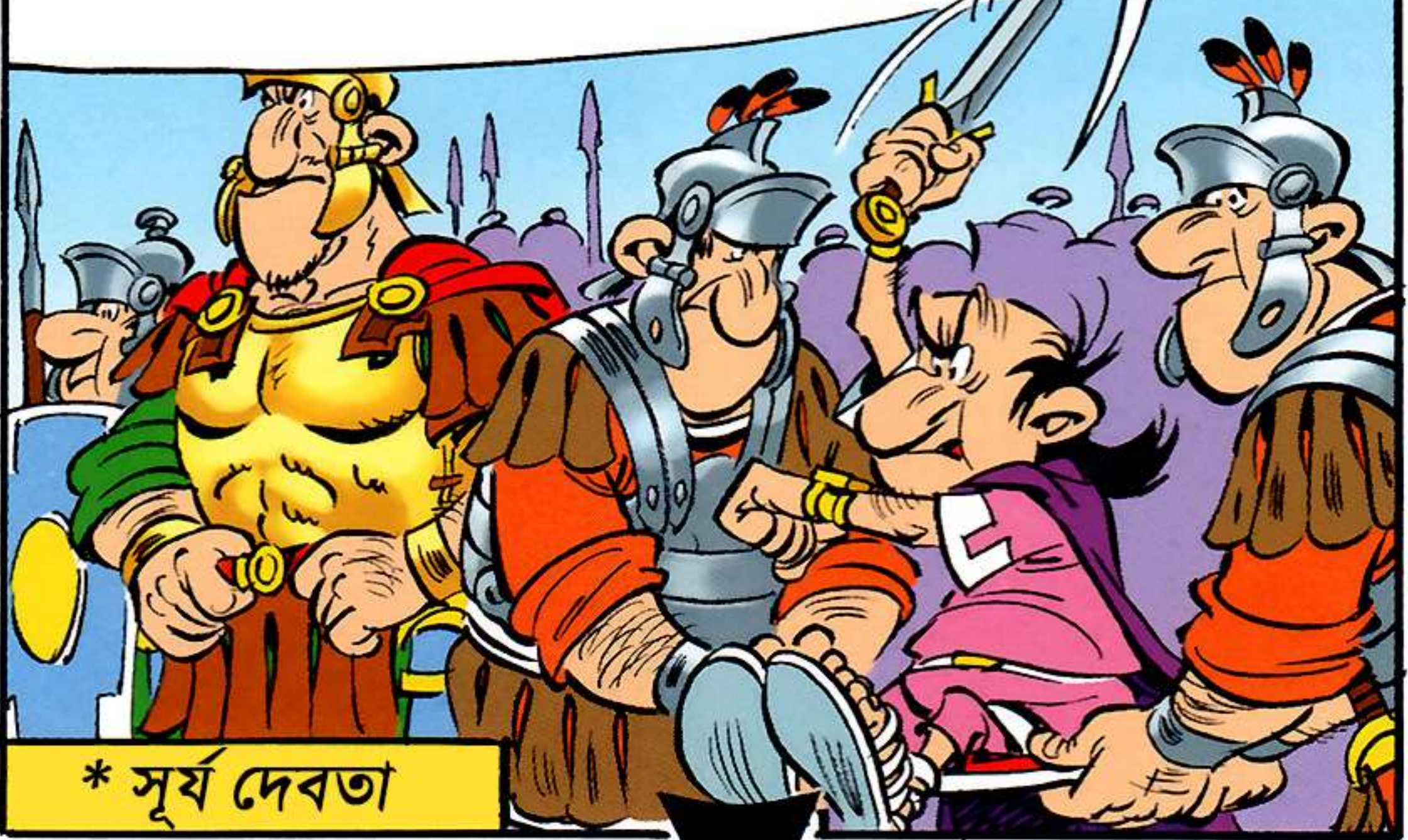
**যথেষ্ট বকবক  
হয়েছে, গলের দল!**



তোমাদের হাতে আর  
একটুখানি সময় আছে!



কিছুক্ষনের মধ্যে ফোবিয়াসের\* রথ মধ্য গগন পেরিয়ে  
চলে আসবে। আমি তখন আমার তরোয়াল নামাবো,  
আর তোমাদের চিন্তা ভাবনার সময়  
সমাপ্ত হবে।



\* সূর্য দেবতা

কি? রথ?  
কোথায়?

ফোবিয়াসটা  
আবার কে?



কিন্তু...  
ওহ, চারণকবি আমার!  
ওরা সবাই আবার  
শুরু করেছে  
**পাগলামি!**



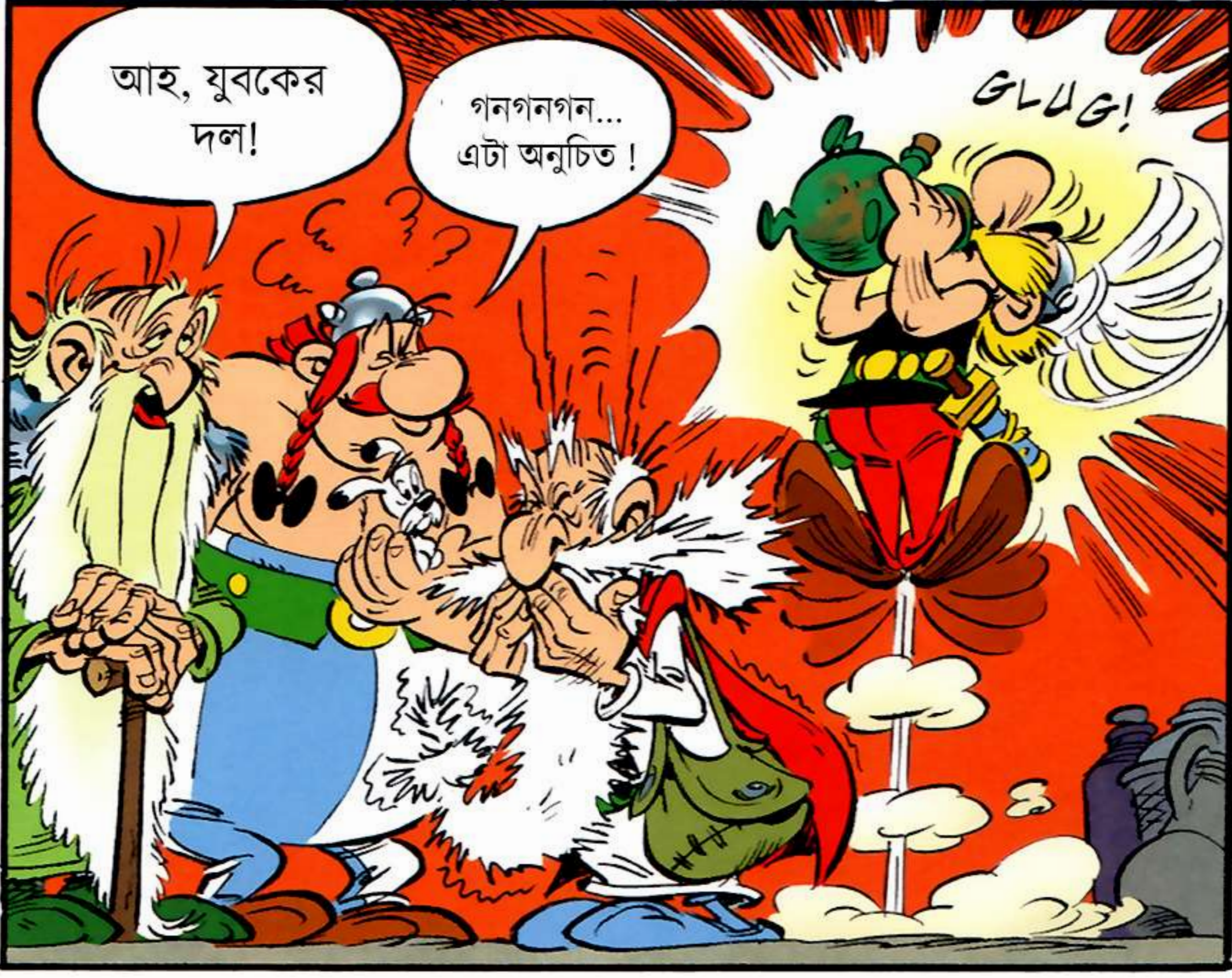




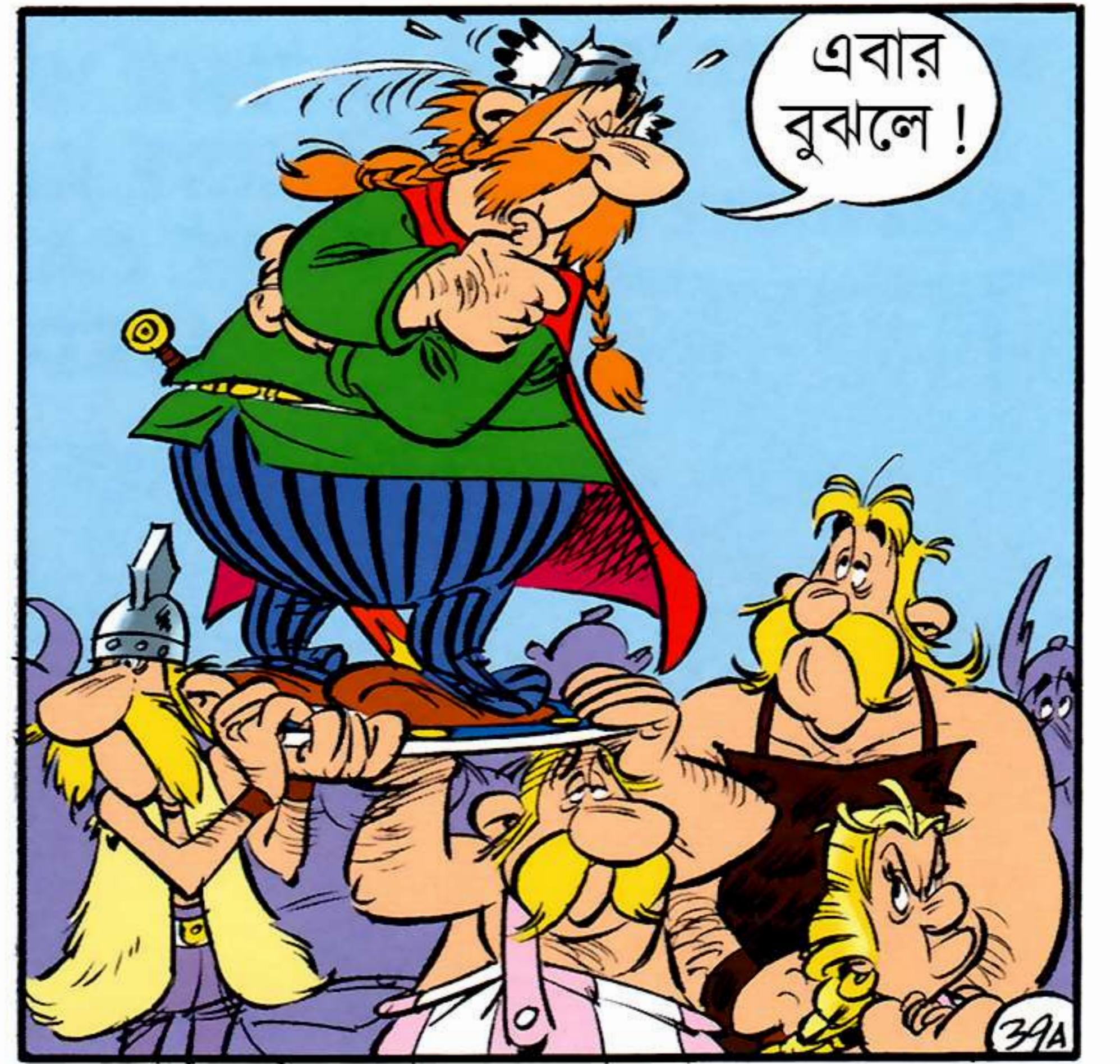








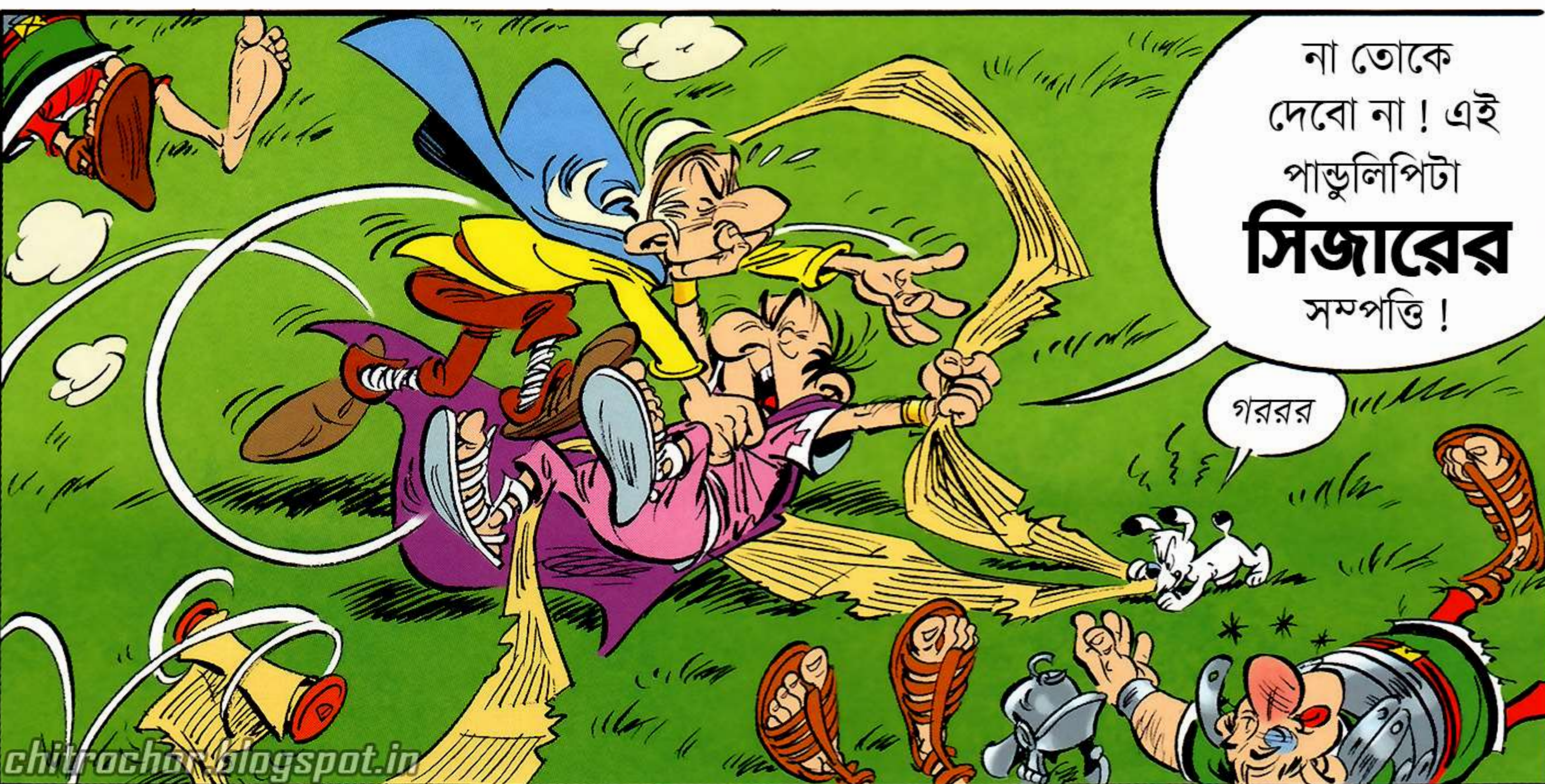








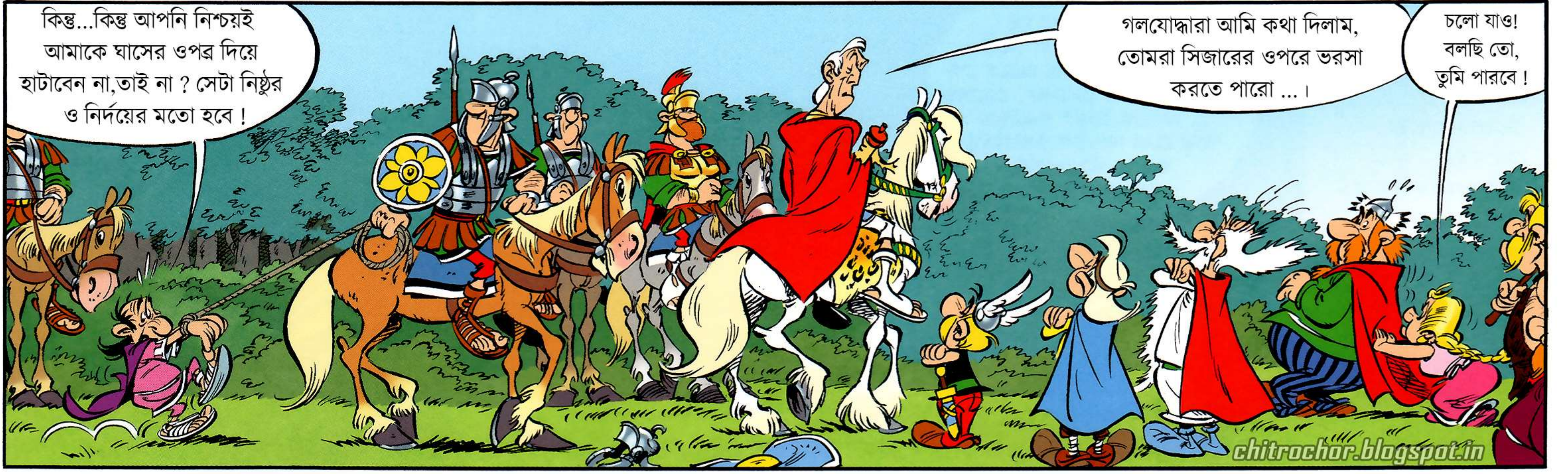
















## পুনশ্চ - হুম্মাদি

সিজারের আরমোরিকার পরাজয়ের কাহিনী নিয়ে শোনা সেই পরিচ্ছেদ কি সময়ের গোলকধাঁধায় হারিয়ে গিয়েছিল? আমরাও সে ব্যাপারে নিশ্চিত নই!



শোনা যায় যে, সেই প্রাচীন সঠিক সুন্দর রীতিনীতি অবলম্বন করে এর কাহিনী এক পুরোহিতের অন্য পুরোহিতকে মুখে মুখে গল্পের মতো শোনাতে, ...



...আর সেক্ষেত্রে হয়ত সামান্য কিছু বিকৃতিও ঘটতো না এমন নয় ...

সেই পুরোহিতটার নাম কি যেন ছিল ভূগোলমিস্ত্র না ভূগোলদাসিক্স?



...এটা কানে এসে পৌঁছায় দুজন অতৃৎসাহী আধুনিক অনুলেখকদের হাতে, যারা এটাকে নিখুঁত খুঁটিনাটি সমেত সবকিছু লিখে ফেলেন...



...আর এইভাবেই জন্ম নেয় এই বিষয়ের এক মজাদার গল্পের সিরিজের ... অবশ্যই এগুলো কিন্তু সবই শোনা ঘটনা!



FERRI + CONRAD

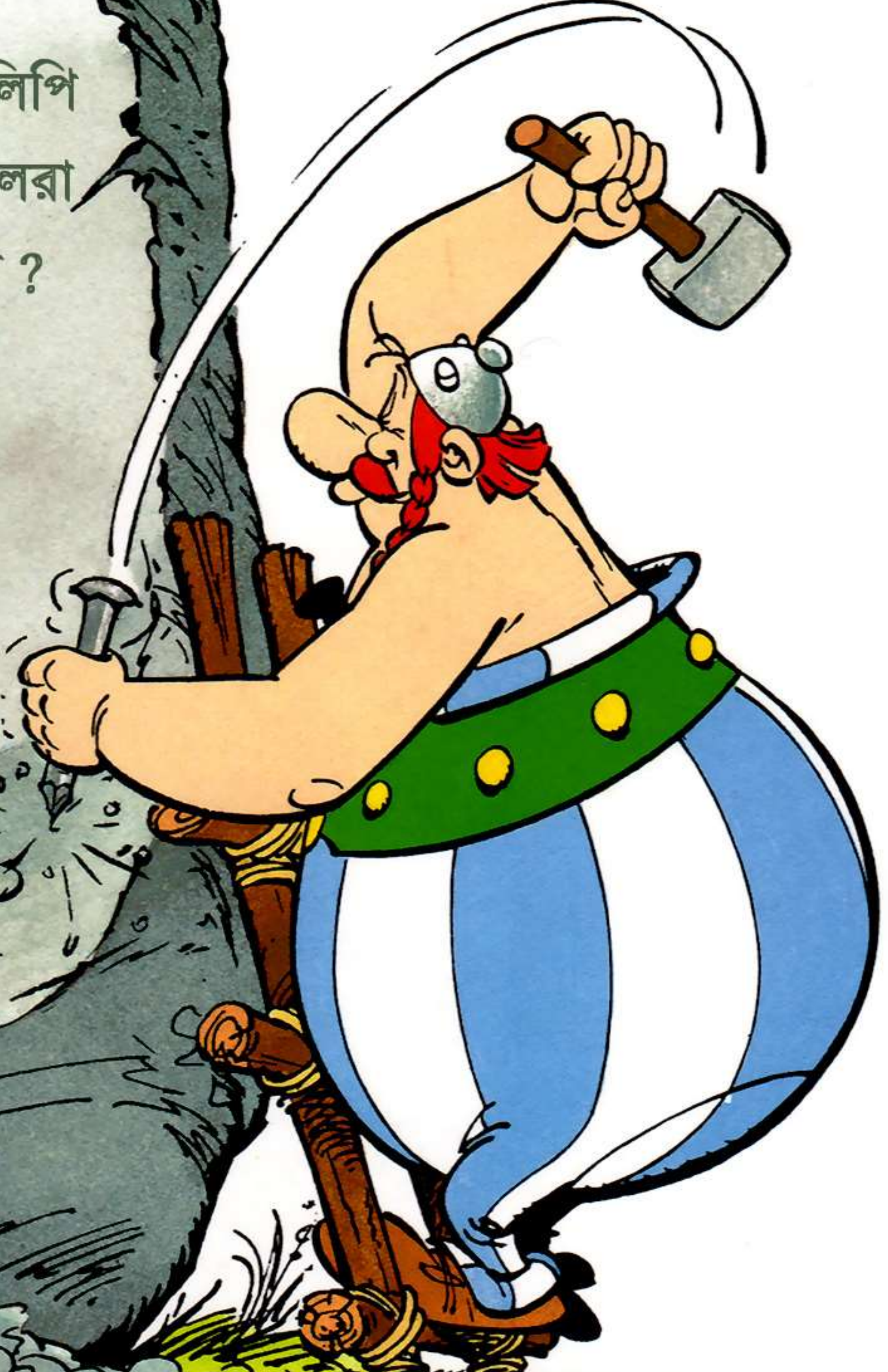
শুভ সমাপ্তি



জুলিয়াস সিজার  
তার গলদেশ  
অভিযানের ইতিহাস  
লিখে শেষ করেছেন।  
ওনার প্রকাশক, লিবেলাস  
ধুমধাড়াঙ্কাস, তার বইয়ের  
চরম সফলতা চাক্ষুষ দেখতে  
পাচ্ছেন... কিন্তু একটাই সমস্যা  
একটা অধ্যায়, যাতে আরমোরিকায়  
গলদের সাথে যুদ্ধে সিজারের  
পরাজয়ের উল্লেখ রয়েছে।  
বাতিল করুন, ধুমধাড়াঙ্কাস পরামর্শ  
দেয়, আর সবাই বিশ্বাস করবে যে  
সিজার সম্পূর্ণ গলদেশ জয় করেছেন।  
তাই কি? প্রসিদ্ধ খবর বিক্রেতা  
বিভ্রান্তরাজনীতিবিদ সেই অধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি  
অ্যাসটেরিক্স এর থামে নিয়ে আসে। গলেরা  
কি সত্যিটা জনসমক্ষে আনতে পারবে?  
জানতে হলে পড়তে থাকুন  
অ্যাসটেরিক্স ও হারানো পাণ্ডুলিপি।  
শুধুমাত্র চিত্রচোর ব্লগে।

আগে প্রকাশিত হয়েছে :-  
অ্যাসটেরিক্স ও পিক্ট দল

অনুবাদ : রূপক ধর্ম



- UDERZO -

[chitrochor.blogspot.in](http://chitrochor.blogspot.in)





CHITRACHOR.BLOGSPOT.IN

আপনি কি দেশি-বিদেশী  
কমিক্স এর ডঙ্ক!!

এই ঠিকানায় একবার এনে  
বেরনো খুবই শাদু!!